Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাঈমা হান্না

রোলঃ ২১৫০০১০২৬

৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাঈমা হান্না

রোলঃ ২১৫০০১০২৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাঈমা হান্না, আইডিঃ ২১৫০০১০২৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Hanna

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

নাঈমা হান্না

আইডিঃ ২১৫০০১০২৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
লেখকের কলাম	৫
প্রসঙ্গকথা	৬
সারসংক্ষেপ	৭
ভূমিকা	১০
শয়তানের পরিচয়	১০
শয়তানের অপরাধ	১১
শয়তানের আবেদন	১২
শয়তানের চ্যালেঞ্জ	১২
শয়তানের চক্রান্তসমূহ	১৩
একটি ঘটনা	১৬
শয়তানের প্ররোচনাবলী	১৮
শয়তানের চক্রান্তের ব্যাপারে কোরআন হাদীসের সতর্কবাণী	২১
শয়তানের প্ররোচনার ক্ষেত্রসমূহ	২৫
শয়তানের প্ররোচনার নানা রূপ	৪০
শয়তানের কুমন্ত্রণা, আক্রমণ ও ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষার উপায়	৫৫
শয়তানের কৌশল বুঝে তা থেকে বাঁচার জন্য কিছু কর্মপদ্ধতি	৬৬
শয়তানের মিথ্যে ভয় প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা	৭১
শয়তানের বড় অস্ত্র : “ডিভাইস” যার প্রধান হাতিয়ার বর্তমান প্রজন্মের বাচ্চারা	৭২
“নেক সুরতে শয়তানের ধোকা”	৭৫
নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা থেকে পরিত্রাণের উপায়	৮১
পরিশিষ্ট কিছু আলোচনা ও নসীহত	৮৫
তথ্যসূত্র	৮৮

লেখকের কলাম

الحمد لله الذي كفي، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ام بعد!

চারিদিকে ফিতনার সায়লাব যেখানে জয়জয়কার এ রকম একটা সময়ে এসে নিজেদের ঈমানকে শক্ত করতে হলে আমাদেরকে এ উপলব্ধি জাগ্রত করতে হবে আমরা শেষ জামানায় বসবাস করছি, ফিতনাগুলো থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকতে হবে। এজন্য শয়তানের ফাঁদ ও তার ধোকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা অতীব জরুরি। রসূল সা. এর ওফাতের ১৪৪৪ বছর পরে উনার বলে যাওয়া আমল এর মাধ্যমে আমরা শয়তানের ধোকা ও প্ররোচনা থেকে সহজেই মুক্ত থাকতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নিজের ঈমান কে খাটি করা আর রব্ব ﷻ এর প্রতি তাওয়াক্কুল বাড়ানো। রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি এ রকম একটা বিষয়ের উপর কাজ করতে পেরে এবং তা সুন্দর ভাবে সমাধান করতে পেরে। আল্লাহ যেনো আমাদের নেক আমলগুলো কবুল করেন। মন্দগুলোকে নেক আমল দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আমিন ইয়া রব।

প্রসঙ্গকথা

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের যিনি আমার দ্বারা " শয়তানের ধোঁকা ও তার প্রতিকার" এই বিষয়ের উপর গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার তওফিক দিয়েছেন।

গবেষণামূলক প্রবন্ধটি লিখার সময় আমি কয়েকজন স্বনামধন্য লেখকের বইয়ের সহায়তা নিয়েছি। তথ্যসূত্রে সেগুলো উল্লেখ করেছি। তাই পুরোপুরি মৌলিক লেখা বলাটা ইনসাফ হবেনা আবার হুবহু তুলে ধরেছি তাও নয়। চেষ্টা করেছি এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, অনলাইন থেকে বিভিন্ন আর্টিকেল পড়ে নিজের ভাষায় যতটা পারা যায় আলোচনা করার। এক্ষেত্রে তথ্য, উপাত্ত, সংজ্ঞা, কিছু শব্দের ব্যাখ্যা লেখকদের লিখা থেকে তুলে ধরেছি। আবার নিজস্ব চিন্তাভাবনা মতামতও যুক্ত করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমার মত অক্ষম বান্দার ইখলাস ও নিয়তের সকল ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ওপর।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে মানুষের প্রধান শত্রু শয়তান। মানুষের পার্থিব জীবন বিশৃঙ্খল করা এবং পরকালীন জীবন ধ্বংস করা শয়তানের প্রধান ব্রত। মানবজাতির সূচনাকাল থেকেই শয়তান মানুষের ক্ষতি করে আসছে। কেয়ামত পর্যন্ত ক্ষতি করার শপথ ও শক্তি সে আল্লাহর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। তাই শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা মুসলমানের প্রধান কাজ। যেকোনো যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য জরুরি হচ্ছে দুশমন সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়া। দুশমনের দুর্বলতা কোথায়, তার শক্তি কোথায়, সে কীভাবে কোন পথে কাজ করে, কীভাবে তাকে পরাজিত করা যায়- তা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। তা হলেই দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধে জেতা সম্ভব। এ কারণে আমাদের ভালো করে জানা দরকার শয়তান কীভাবে কাজ করে। ইরশাদ হয়েছে, 'শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তাদের ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।' (সুরা মুজাদালা : ১৯)

শয়তানের প্রলোভন ও প্রতারণা থেকে বাঁচতে পারে না আলেম-জাহেল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ- কেউই। সর্বত্র সবার জন্য সে পুঁতে রেখেছে অকল্পনীয়-অবর্ণনীয় পাপের বীজ। পৃথিবীব্যাপী সে বিছিয়ে রেখেছে অজস্র মোহজাল। পেতে রেখেছে অসংখ্য কুটিল ফাঁদ। শয়তান আদম ও হাওয়া (আ.)-কে বন্ধু সেজে অভিনব কৌশলে ধোঁকা দিয়েছিল। যার নসিহত শুনে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেছেন তাঁরা। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাঁদের অঙ্গ, যা তাঁদের কাছে গোপন ছিল, তাঁদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের এ গাছ থেকে ফল নিষেধ করেছেন, তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও এখানে চিরকাল বসবাসকারী। সে তাঁদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।' (সুরা আরাফ : ২১-২১)

শয়তান বন্ধু সেজে মানুষকে প্রতিনিয়ত ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে এবং কাদের বর্জন করতে হবে এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আমাদের পথ দেখিয়েছেন কারণ মানুষের কর্ম, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয় বন্ধুত্বের কল্যাণে। পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু।

তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে। তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী সুকৌশলী।'

(সুরা তওবা : ৭১)

শয়তান মানুষকে সরাসরি কোনো আক্রমণ না করে ধীরে ধীরে ইসলামের বিধান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এটা হলো শয়তানের সূক্ষ্ম কূটচাল। শয়তান সর্বপ্রথম মানুষকে এভাবে প্ররোচনা দেয়, নামাজের সময় হলে সে মানুষকে বলতে থাকে- এখনও অনেক সময় বাকি আছে। যখন নামাজের ওয়াক্ত একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসে, তখন শয়তান বলে, কাজটা খুবই জরুরি; আচ্ছা কাজা নামাজটা আজ পরের ওয়াক্তের সময় কাজা করে নিলেও হবে। এভাবে সে মানুষকে বেনামাজিতে পরিণত করে। রোজার ক্ষেত্রে সেহরির সময় হলে শয়তান বলতে থাকে আরও অনেক সময় আছে; আর কিছুক্ষণ পরে উঠলেও চলবে; যখন ওয়াক্ত চলে যায়; তখন বলতে থাকে বিনা সেহরিতে রোজা রাখবে; এভাবে সে মানুষকে সূক্ষ্মভাবে রোজা থেকে বিরত রাখে। হজের ক্ষেত্রেও সরাসরি নেতিবাচক কিছু না বলে বিভিন্ন অজুহাত মানুষের সামনে তুলে ধরে। ধীরে ধীরে হজের প্রতি পুরোপুরি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে ফেলে। আল্লাহর প্রতিটি বিধান নামাজ, রোজা, হজের ক্ষেত্রেও শয়তান মানুষকে এভাবে ধোঁকা বা প্রতারণার মাধ্যমে ফিরিয়ে রাখে।

শয়তান কখনই আপনাকে সরাসরি এসে শিরক করতে বলবে না। সে সবসময়ই আপনাকে ভালো ভালো কারণ দেখিয়ে ধোঁকায় ফেলবে এবং শয়তান আমাদের যে

কারও চেয়েই বেশি ধৈর্যশীল, তাই সে বারবার ফিরে আসবে। কাজেই আমরা সবসময়ই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইব শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কখনই ভাববেন না যে, আপনার অনেক জ্ঞান আছে, বিচার-বুদ্ধি আছে, শয়তান কিছুতেই আপনাকে ধোঁকায় ফেলতে পারবে না। মিথ্যা সংবাদ করেও শয়তান মানুষকে অন্যায় কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। মহান তায়ালা বলেন, ‘যখন তাদের কছে পৌঁছে কোনো সংবাদ, শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসুল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মতো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের ওপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কিছু লোক ছাড়া সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত!’ (সুরা নিসা : ৮৩)

শয়তান মানুষের সামনে অশ্লীল ও খারাপ জিনিসকে আকর্ষণীয় ও উত্তম হিসেবে উপস্থাপন করে। আল্লাহ বলেন, ‘অবশ্যই সে (শয়তান) তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর যেন তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলো, যা তোমরা জানো না।’ (সুরা বাকারা : ১৬৯)। মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তানের অন্যতম কৌশল হলো, পাপ কাজকে আকর্ষণীয় করে তোলা। যাতে সহজেই যে কারও মনকে হরণ করতে পারে। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘সে (ইবলিস) বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। আপনার মনোনীত বান্দারা ছাড়া। (তাদের কোনো ক্ষতি আমি করতে পারব না)।’ (সুরা হিজর : ৩৯-৪০)। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, ‘অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো। বলল, ‘হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার গাছের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?’ (সুরা তাহা : ১২০)। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শয়তানের যাবতীয় কূটচাল থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

ভূমিকা

ষড়যন্ত্র শয়তানের কাজ। শয়তান ও তার অনুসারীরা সর্বদা অন্যের ক্ষতি করার জন্য ওত পেতে থাকে। তাদের ষড়যন্ত্রের জালে কখন কাকে আটকানো যায় সেই ফন্দি আঁটতে থাকে। শয়তান ও তার ষড়যন্ত্রকারী অনুসারীরা মানবতার শত্রু। শয়তান তার সূক্ষ্ম চাল চালনার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করে না। পাপ ও অন্যায়কে সে সুন্দর চাকচিক্যময় করে খাঁটিদেরকে ধোকাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। সূক্ষ্মদর্শীরা ব্যতীত শয়তানের এসব চক্রান্ত অনুধাবন করা এবং এ হইতে আত্মরক্ষা সম্ভব হয় না। কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে শয়তানের এই চক্রান্ত এবং শত্রুতা বহাল থাকবে, এবং তার অঙ্গীকার আল্লাহ কুরআন মাজীদেই দিয়েছেন।

اِنَّ الشَّيۡطٰنَ لَكُمۡ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوۡهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدۡعُوۡا حِزۡبَهٗ لِيَكُوۡنُوۡا مِنۡ اَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ

অর্থ:নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।

শয়তানের পরিচয়

শয়তান অর্থ বিতাড়িত, বিদূরিত, বঞ্চিত ইত্যাদি। শয়তান হক থেকে বিদূরিত এবং কল্যাণ থেকে বঞ্চিত বলে তাকে শয়তান বলা হয়। মানব সৃষ্টির পর থেকেই শয়তানের সঙ্গে তার শত্রুতা শুরু। পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الشَّيۡطٰنَ لِلۡاِنۡسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ

'অবশ্যই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' (সুরা: ইউসুফ, আয়াত : ৫)

সবচেয়ে সমস্যা হলো, শয়তান মানুষের ধরাছোঁয়া, স্পর্শ ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

তাই আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে তার প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়।

শয়তানের খাদ্য হলো, হাড়, গোবর ইত্যাদির ঘ্রাণ ও বিসমিল্লাহবর্জিত খাদ্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে খাবার গ্রহণের সময় বিসমিল্লাহ পড়া হয় না, শয়তান তা নিজের জন্য বৈধ মনে করে।' তার পানীয় হলো মদ, শিকারের ফাঁদ হলো নারী, বার্তাবাহক হলো গণক, কিতাব হলো অশ্লীল কল্পিত গ্রন্থাবলি, কথা হলো মিথ্যা, মুয়াজ্জিন হলো বাঁশি, বাদ্যযন্ত্র, উপাসনালয় হলো বাজার।

মহানবী (সা.) বলেন, জিন তিন ভাগে বিভক্ত।এক দল পাখাবিশিষ্ট, বাতাসে উড়ে বেড়ায়। আরেক দল সাপ ও কুকুর (উভয় প্রাণী আদিতে শয়তানের সহায়ক শক্তি ছিল), অপর দল পৃথিবীতে বিচরণ করে। (মুসতাদরিকে হাকিম, হাদিস : ৩৭০২; সহিহ আলবানি, হাদিস : ৩১১৪)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'ইবলিসের নাম ছিল আজাজিল। সে ছিল ফেরেশতাদের মধ্যেও সম্মানী। তার চারটি পাখা।

' তিনি অপর বর্ণনায় বলেন, 'ইবলিস ছিল ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করার কারণে তাঁর ক্রোধে পড়ে শয়তান হয়ে যায়।' আবু জায়েদ, হাসান, কাতাদাহ প্রমুখ বলেন, ইবলিস জিন জাতির আদি পিতা, যেমন—আদম (আ.) মানবজাতির আদি পিতা। তবে সে ফেরেশতা নয়। গ্রিক ভাষায় তার নাম আজাজিল, আর আরবি ভাষায় হারিস। (তাফসিরে কুরতুবি : ১/২৩৬)

শয়তানের অপরাধ

শয়তানের প্রথম ও প্রধান অপরাধ আদম (আ.)-কে সিজদা না করা। আদম (আ.)-কে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই সে হিংসা করে আসছে এবং মানবজাতির ধ্বংস কামনা করত। (তাফসিরে কুরতুবি : ১/২২৬) পৃথিবীতে মানবজাতির আগমনের পরও তার হিংসা ক্রোধে পরিণত হয় এবং মানুষকে বিপথগামী করাই তার একমাত্র কাজ।

শয়তানের আবেদন

আল্লাহ যখন শয়তানকে জান্নাত থেকে বের করে দেন তখন সে চারটি বিষয়ের আবেদন করে। তা হলো,

১. আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন লাভ। আল্লাহ তার এ প্রার্থনা কবুল করেন। আল্লাহর বাণী, 'ইবলিস বলল, আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সুযোগ দিন, আল্লাহ তাআলা বললেন,

قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ

"তোমাকে নির্ধারিত দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা হচ্ছে।" (সুরা: আরাফ, আয়াত : ১৫)

২. আমার জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। এ আবেদনও কবুল করা হয়।

৩. আমাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তির অন্তরাল হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এটিও কবুল করা হয়।

৪. আমি যেন মানবদেহের শিরা-উপশিরায় চলাচল করতে পারি। এ দোয়াও কবুল করা হয়।

মহানবী (সা.) বলেন, 'অবশ্যই শয়তান আদমসন্তানের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১২৮৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১৭৪)

শয়তানের চ্যালেঞ্জ

শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40)

'সে (ইবলিস) বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে

পথভ্রষ্ট করে দেব। আপনার মনোনীত বান্দারা ছাড়া (তাদের কোনো ক্ষতি আমি করতে পারব না)।’ (সুরা : হিজর, আয়াত : ৩৯-৪০)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44

আল্লাহ ইবলিসকে বলেন, ‘অবশ্যই যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে, তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।’ (সুরা : হিজর, আয়াত : ৪৩-৪৪)

শয়তানের চক্রান্ত সমূহ

■ লোভ লালসা সর্বদা মানুষের মধ্যে বিরাজমান। যার ফলে মানুষ আরাম আয়েশের সন্ধানে থাকে। মানুষের মধ্যে অবস্থানরত ক্রোধ দ্বারা সে কষ্টদায়ক জিনিসকে প্রতিহত করে। জ্ঞান তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। পরম শত্রু শয়তান সর্বদা মানুষকে অন্যায়ের দিকে ক্রমবর্ধমান অবস্থায় ধাবিত করে। তাই জ্ঞানীদের উচিত এমন শত্রু থেকে সর্বদা দূরে থাকা, যার শত্রুতা হযরত আদম (আঃ) হতে চলে আসছে। শয়তান তার জীবন কে এই শত্রুতা করার জন্য নিয়োজিত রেখেছে। এই শত্রু হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ ؕ وَ مَنۡ يَّتَّبِعۡ خُطُوٰتِ الشَّيۡطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاۡمُرُ بِالۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَ لَوۡ لَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَ رَحۡمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنۡكُمۡ مِّنۡ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী (সূরা নূর:২১)

يٰبَنِىۡۤ اٰدَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ الشَّيۡطٰنُ كَمَاۤ اَخۡرَجَ اَبَوَيۡكُمۡ مِّنَ الۡجَنَّةِ يَنۡزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمۡ هُوَ وَ قَبِيۡلُهٗ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡ ؕ اِنَّا جَعَلۡنَا الشَّيٰطِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ لِلَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ

হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না। নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়েছি, যারা ঈমান গ্রহণ করে না।

■ যে শয়তান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে বিপথে পরিচালিত করতে বদ্ধপরিকর সেই শয়তানই প্রথমে বিপথগামী হয়েছিল। হযরত আদম (আঃ) কে সেজদা করতে বলায় সে গর্ব সহকারে বলেছিলো

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ-

অর্থ: আমি তাহার (আদম) চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

শয়তান আর সেজদা করল না। সে চির অভিশপ্ত হয়ে গেলো। অথচ এই কথা বলেই সে নিজেকে মর্যাদা সম্পন্ন করতে চেয়েছিলো।

সুতরাং শয়তান যখন কোন কিছু করতে বলে তখন বলা উচিত যে-

হে শয়তান! তুমি আমাকে যা কিছু আদেশ করতেছো হয়তো আমি তা পাবো। কিন্তু যে নিজের ভাল চেনে না সে অন্যের ভাল কি করে করতে পারে। সুতরাং তুমি তোমার পথ দেখ আমার নিকট তোমার চালাকি খাটবে না।

এভাবে ব্যাক্তি নিজেকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচাতে প্রাথমিক প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

শয়তান তখন নিরাশ হয়ে নফসে আম্মারার সাহায্য গ্রহণ করে। নফসে আম্মারা মানুষকে তখন নানাদিক হইতে প্ররোচিত করতে থাকে। এই অবস্থায় মানুষের কর্তব্য

জ্ঞানের বা ইলমের সাহায্য নেয়া । আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মেহেরবানী করয়া সাহায্যকারী সৈন্য দৃঢ়তাকে প্রেরণ করিলে শয়তানী ও নফসানী সৈন্য পলায়ন করবে।

■ হযরত ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত আছে, শয়তান একদল লোকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে ফিতনা ফাসাদে লিপ্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারা আল্লাহর যিকর করছিলো ফলে তার চেষ্টা কার্যকরী হলো না। কিন্তু একটি সমাবেশের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলো তারা দুনিয়া সম্বন্ধীয় কথাবার্তা বলছে। শয়তান তাদেরকে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করে খুন-খারাবী করিয়ে ছাড়লো। আল্লাহর যিকরকারী লোক সেখান হতে উঠে গেল। এভাবে তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইল। নেককার বান্দার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। কিন্তু যারা শয়তানের পদাঙ্গ অনুসরণ করে তারা এভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়া এবং আখিরাতে।

■ সাবেত বনানী (রহঃ) বলেন-আমি এই হাদীস শুনেছি যে ইবলীস হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর নিকট আগমন করলো, তিনি দেখতে পেলেন ইবলীসের দেহে অনেক প্রকারের লটকন (দুল)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-এসব কি?

ইবলীস বললো-এসব লোভ-লালসা, যা দ্বারা আদম সন্তানকে বশীভূত করি। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বললেনন-আমার জন্যও তেমন কিছু আছে কি? শয়তান বললো-যখন আপনি ভর পেট আহার করেন -তখন নামায আদায় করা আপনার জন্য অসুবিধাজনক করে দেই এবং আল্লাহর যিকর করা আপনার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। আবার জিজ্ঞাসা করলেন-ইহা ব্যতীত অন্য কিছু? শয়তান বললো -না।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বললেন-খোদার শপথ! আমি আর কখনও পেট ভরে আহার করবো না।

শয়তান বললো-খোদার কসম! আমি আর কখনও মানুষের উপকার করব না।

একটি ঘটনা

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রাযিঃ) বলেন-বনী ইসরাঈলের একজন প্রখ্যাত দরবেশ ছিলেন। সেই সময় তিন ভাই এবং তাদের এক কুমারী বোনও ছিল। ঘটনাক্রমে তিন ভাইকেই যুদ্ধে যেতে হলো। কিন্তু বোনকে কার নিকট রেখে যাবে? তারা সেই দরবেশের নিকট গেল এবং বোনকে তার নিকট রেকঝে যাওয়ার প্রস্তাব করল। দরবেশ প্রথমে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের অনুরোধে বললেন-"আচ্ছা

ইবাদতখানার সামনের কোন একটি ঘরে রেখে যাও।" তারা বোনকে দরবেশের নিকট রাখে চলে গেল।

দরবেশ তার ইবাদতখানার দরজায় মেয়েটির আহার্য রেখে দরজা বন্ধ করে ডাক দিতেন। মেয়েটি এসে তার খাবার নিয়ে যেত। এভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন শয়তান এসে দরবেশকে পুণ্যের কাজ করার পরামর্শ দেওয়ার ছলে বলল- আপনি তার আহার্য তার গৃহদ্বারে দিয়ে আসুন। কারণ, দিনের বেলায় যখন সে খাবার নিতে বাহিরে আসবে তখন লোকে দেখে ফেললে ইজ্জতহানীর ভয় আছে। তার খাবার দিয়ে আসলে আপনার বহু পুণ্য অর্জন হইবে।

এর পর হইতে দরবেশ মেয়েটির গৃহের দরজায় খাবার দিয়ে আসতে লাগলেন। কিছুদিন পর শয়তান এসে দরবেশকে পুণ্য অর্জন করার পরামর্শ দিয়ে বলল-মেয়েটি একা একা থাকে, কোন সাথী নাই সঙ্গী নাই, কারও সাথে কথাবার্তা বলতে পারে না। আপনি তার সাথে এক-আধটু কথাবার্তা বললে খুবই ভাল হয়। দরবেশ তার ইবাদাতখানার দ্বারে বসে মেয়েটির সাথে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেন। মেয়েটি এসে তার গৃহ দ্বারে বসত। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান আবার এসে বলল-মেয়েটি তাহার গৃহ দ্বারে বসে কথা বলার সময় কেউ দেখে ফেললে লোকে উভয়কেই মন্দ বলবে। সুতরাং দরবেশ এই পরামর্শ মত মেয়েটির গৃহে গমন করে তার সাথে কথাবার্তা বলে সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। এই সুবর্ণ সুযোগে শয়তান মেয়েটিকে দরবেশের চোখে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুললো। ফলে দরবেশ

মেয়েটির সাথে ব্যভিচার করলেন এবং যথাসময়ে সেই মেয়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। শয়তান এসে দরবেশকে বললো-মেয়েটির ভাইয়েরা এসে এই ছেলেকে দেখলে কি বলিবে? অপমান হতে নিষ্কৃতি পেতে হলে ছেলেটিকে হত্যা কর। মেয়েটিও আত্মসম্মান রক্ষার্থে কিছু বলবে না। দরবেশ ছেলেটিকে হত্যা করল। আবার শয়তান বলল-তোমার কি বিশ্বাস হয় মেয়েটি তোমার অপকর্মের কথা তাহার ভাইদের নিকট বলবে না? নিশ্চয়ই বলবে। তুমি তাকেও হত্যা কর। দরবেশ তাই

করল এবং মেয়েটি ও তার সন্তানকে কবর দিয়ে রেখে নিজে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হলো।

কিছুদিন পর ভাইয়েরা ফিরে এসে বোনের সংবাদ নিতে গেল। দরবেশ কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন-তোমাদের বোন অত্যন্ত নেক ছিল, মারা গিয়েছে। এ দেখ তার কবর। ভাইয়েরা কান্নাকাটি করিয়া বাড়ি ফিরে গেল।শয়তান এক বৃদ্ধলোকের আকৃতিতে বড় ভাইকে স্বপ্নে দেখা দিলো- বললো “দরবেশ তোমার বোন সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলেছে। সে তোমার বোনের সাথে অপকর্ম করেছে এবং তোমার বোনে একটি সন্তান প্রসব করেছিল। দরবেশ তোমাদের ভয়ে উভয়কে হত্যা করে দাফন করে রেখেছে। এইভাবে মেজ ভাই এবং ছোট ভাইকেও স্বপ্নে দেখাইল।

পরদিন সকালে তিন ভাই-ই নিজেদের স্বপ্নের কথা বলল এবং দরবেশের আস্তানায় গিয়ে কবর খুঁড়ে তাদের বোন এবং একটি নবজাতককে গলাকাটা অবস্থায় দেখতে পেল। দরবেশও নিজেরঅপরাধ স্বীকার করলেন। বাদশাহর দরবারে তারা নালিশ করল। বিচারে দরবেশের ফাঁসির হুকুম হইল। এমন সময় শয়তান এসে বললো - ”দরবেশ! আমাকে চিনতে পেরেছো? আমার পরামর্শ মতই তুমি এই সমস্ত কুকর্ম করেছো। এখন যদি তুমি আল্লাহর সাথে কুফরী কর তবে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি। দরবেশ প্রাণের ভয়ে আল্লাহর সাথে কুফরী করল। শয়তান তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেল। [ঘটনার তথ্যসূত্র : বই-তালবীসুল ইবলিস (হযরত আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ জাওযী]

এই সম্বন্ধেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

শয়তান-এর ন্যায়, সে মানুষকে বলেছিল, 'কুফরি কর', অতঃপর যখন সে কুফরি করল তখন সে বলল, আমি তোমার থেকে মুক্ত; নিশ্চয় আমি সকল সৃষ্টির রব আল্লাহকে ভয় করি। (সূরা হাশর :১৬)

এই শয়তান, শয়তানের অনুসারী দল যারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে তারা চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

শয়তানের প্ররোচনাবলী

■ মদ ও জুয়ার মাধ্যমে প্ররোচনা প্রদান

যেখানেই মানুষের দুর্বলতা থাকে, সেখানেই সে অনুপ্রবেশের ছিদ্রপথ পায়। মানুষের কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-নেশা হয় এক-একটি তার ছিদ্রপথ। এ ছাড়াও বান্দার মনে শয়তান সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, যাতে তার প্রীতি ও প্রবৃত্তি আছে।

মদ ও জুয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ))

হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু

শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (মায়িদাহঃ ৯০)

■ মন্দ ও অশ্লীল কাজের আদেশের মাধ্যমে প্ররোচনা প্রদান

শয়তান প্রত্যেক মন্দ ও অশ্লীলতার আদেশ দেয়, আদেশ দেয় বিনা ইলমে যাচ্ছেতাই বলতে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) (١٦٩(

"সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, তোমরা তা বল।" (বাক্বারাহঃ ১৬৯)

■ বেপর্দা নারীর মাধ্যমে প্ররোচনা প্রদান

বেপর্দা নারীর মাধ্যমে সে অশ্লীলতা ও ফিতনা ছড়িয়ে দেয়। মহানবী বলেছেন,

المَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.(

"মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে।" (তিরমিযী ১১৭৩, মিশকাত ৩১০৯ নং)

ইসলাম নিষেধ করেছে নারী-পুরুষের একাকিত্ব বা নির্জনতা অবলম্বন করতে। কারণ শয়তান তাতে সুযোগ গ্রহণ করে। মহানবী বলেছেন,

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا.(

■ "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" (তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)

■ "তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" আমরা বললাম,

'আর আপনারও রক্ত-শিরায়?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমারও রক্ত-শিরায়। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা করেন বলেই আমি নিরাপদে থাকি।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)

একে যৌন-উসকানি বা যৌন-সুড়সুড়ি দেওয়া বলে। অনুরূপ যৌন ইঙ্গিত করা বা যৌন উত্যক্ত করাকে আরবীতে 'আত-তাহরীশুল জিনসী' বলা হয়। শয়তানের কাজই হল, মানুষকে বিপদগামী ও ভ্রষ্ট করা। দ্বীন ও তওহীদের পথ থেকে বিচ্যুত করা।

■ এছাড়াও শয়তান অন্যান্য আরও প্ররোচনা দিয়ে থাকে

যেমন:

- মুসলিমকে বিদআতে আলিপ্ত করা
- আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেওয়া
- তার ইবাদত নষ্ট করা,
- নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করিয়ে নামাযীর নামায নষ্ট করা তারই কাজ।
- মানুষকে শারীরিক ও মানসিক কষ্টদান করে শয়তান।
- বাতিলকে সুশোভিত ক'রে প্রদর্শন করে শয়তান।
- মানব-মনে অতিরঞ্জন ও অবহেলা সৃষ্টি করে শয়তান।
- তার আমলে শিথিলতা, দীর্ঘসূত্রতা ও অলসতা সৃষ্টি করে শয়তান।
- মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও আশাদান করে শয়তান।
- মানুষের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষিতা প্রকাশ অসহায় অবস্থায় বর্জন করে শয়তান। মানুষকে তার উপকারী জিনিস ভুলিয়ে দেওয়ার কাজ শয়তানের।
- মু'মিনদেরকে তার বন্ধুবান্ধবের ভীতি-প্রদর্শন করার কাজ তারই।
- মানুষের হৃদয়ে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় প্রক্ষেপ করার কাজ তারই।
- যাদু সংঘটনের কাজ সেই করে

- বিষয়াসক্তি সৃষ্টি সেই করে
- গান-বাজনার মাধ্যমে মানুষের মনে ঔদাস্য সৃষ্টি সেই করে
- ঘুঙুর বা ঘন্টি তার বাঁশী।
- মুসলিমদের মনে আনুগত্যের অবহেলা সেই নিয়ে আসে এবং কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার মাধ্যমে ফিতনা, ফাসাদ, পাপ ও যুদ্ধ সেই ঘটায়।

শয়তানের চক্রান্তের ব্যাপারে কোরআন হাদীসের সতর্কবাণী

মহান আল্লাহ বড় তাকীদের ভঙ্গিতে মুসলিমদেরকে শয়তানের চক্রান্তের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এ বিষয়ে অসংখ্য হাদিস আছে এবং কোরআনুল কারীমে এ বিষয়ে অনেক আয়াত আছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

)الشَّيْطَان لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا إِنَّمَا يَدْعُو جزيهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الشعير(

শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়।" (ফাত্বির :৬)

অন্য এক স্থানে তিনি বলেছেন,

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَان كَانالإِنسَانِ عَدُوامُبِينًا

"আমার দাসদেরকে বল, তারা যেন সেই কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়, নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"

(বানী ইস্রাঈলঃ ৫৩)

শয়তানের উক্ত চক্রান্ত সম্বন্ধে সতর্ক করতে গিয়ে নিজ জীবনের সবচেয়ে বড় সমাবেশে মহানবীকে বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جزيرة العربولكن في التحريش بَيْنَهُمْ.(

"নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আরব দ্বীপে নামাযী(মুসলিম)রা তার পূজা করবে। তবে (এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে,) সে তাদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে (উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত

করতে সফল হবে।)" (মুসলিম ৭২৮ ১নং, আহমাদ ৩/৩১৬)

আজ দুর্ভাগ্যবশতঃ নববী সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা---আর বিশেষ ক'রে যাদেরকে দ্বীনদার বলে গণ্য করা হয়, তারা-জেনে বা না জেনে শয়তানের প্ররোচনা ও উস্কানির শিকারে পরিণত হয়ে পড়েছে, যার সাক্ষী আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি। আর সবচেয়ে বেশি আফসোস হয় এই কথা মনে ক'রে যে, লোকেরা এটা ভাবতেও প্রস্তুত নয় যে, এ সব কিছু বিতাড়িত শয়তানের উস্কানি ও চক্রান্তে সংঘটিত হচ্ছে।

এই কারণেই কুরআন ও হাদীসে বিতাড়িত শয়তানের চক্রান্তসমূহের ব্যাপারে বড় তাকীদের ভঙ্গিতে মু'মিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { النور : ٢١(

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারত না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র ক'রে থাকেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (নূর: ২১)

তিনি আরো বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّمُبِينٌ]{البقرة:٢٠٨}

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (বাক্বারাহঃ২০৮)

এখানে একটি কথা ভাববার বিষয় যে, ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করার সাথে শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ না করার কী সম্পর্ক রয়েছে?

এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ হল, আমরা এ কথা ভালোরূপে অবগত আছি যে, ইসলাম কেবল ফরয কর্মসমূহ সম্পাদন করার নাম নয়। কেবল ইবাদত করার নাম নয়। কেবল নিজের আকীদা সংশোধন করার সাথেই তার সম্পর্ক নয়। বরং আমি তো এ কথা বলি যে, ইসলাম চারটি মৌলিক বিষয়ের সমষ্টির নাম। আকীদা, ইবাদত, লেনদেন ও সচ্চরিত্রতা। এই চারটি বিষয় ইসলামের অংশ। আর এ পৃথিবীতে যে নবীই এসেছেন, তিনিই উক্ত চারটি বিষয়ের প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন।

বলা বাহুল্য, হযরত শুআইব। আকীদা ও ইবাদতের সাথে লেনদেনের সংশুদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।হযরত লুত (তওহীদের সাথে) চরিত্রের সংশুদ্ধির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। যেমন এ কথার উল্লেখ কুরআনে বর্তমান রয়েছে।

নবীগণের দাওয়াতে কেবল আকীদার সংশুদ্ধি ছিল না। বরং অন্যান্য আমলের প্রতি দাওয়াত ও তার সংশুদ্ধিও শামিল ছিল। আচার-ব্যবহার ও সচ্চরিত্রতাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কীভাবে নিজের অজান্তেই আমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি?

- যেখানে ফরয ও ওয়াজেব আমলসমূহ ইসলামের অংশ, সেখানে সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলসমূহকেও ইসলাম থেকে খারিজ করা যেতে পারে না। সুন্নাত মুস্তাহাব আমাল এ অনীহা প্রকাশ করা মানে ই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

- এবারে যদি কোন বান্দা ফরয আমলসমূহের প্রতি যত্নবান তো হচ্ছে, কিন্তু নফল আমলসমূহে তার ত্রুটি (বা শৈথিল্য) থেকে যাচ্ছে, তাহলে তার মানে এই যে, কোনও প্রকার সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।

■ যদি সে ফরয আমলসমূহ পালন করার সাথে সাথে সুন্নত আমলের প্রতিও যত্নবান হচ্ছে, কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে মুস্তাহাব ও উত্তম আমলসমূহ ত্যাগ করছে, তাহলে কিছু পরিমাণ হলেও সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলছে।

■ মানুষ যদি পোক্ত আকীদার ধারক হয় এবং ইবাদতের পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গিয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারে কাঁচা থাকে, তাহলে তার মানে এই যে, সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলছে।

■ যদি মানুষ আচার-ব্যবহারে খুব ভালো হয়, ইবাদতের প্রতি যত্নবান হয় এবং আকীদাতেও পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু সচ্চরিত্রতায় দুর্বল থাকে, তাহলে তার মানে এই যে, সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলছে।

■ কোনও এক রব্বানী আলেম বলেছেন, শয়তান মানুষকে সবার আগে শির্ক ও কুফরীতে লিপ্ত করাতে চায়। অতঃপর বান্দা যখন তাতে তার আনুগত্য না করে এবং তওহীদের উপর অটল থাকে, তখন কাবীরা গোনাহ করতে প্ররোচিত করে। আর যখন তাতেও শয়তান অসফল হয়, তখন সাগীরা গোনাহ করতে কুমন্ত্রণা দেয়। যখন শয়তান তাকে পরহেযগার ও বিষয়াসক্তিহীন অবস্থায় পায়, তখন তাকে বিদআতে পতিত করার প্রচেষ্টা চালায়। আর যখন তাতেও সে অসফল হয় এবং দেখে যে, সে সুন্নাহর তরীকার উপর চলমান আছে, তখন তার কাছে আর দুটি হাতিয়ার অবশিষ্ট থাকে; যা দিয়ে সে বান্দার উপর আক্রমণ শানানোর চেষ্টা করে।

১। তাকে হালাল ও জায়েয বিষয়সমূহে এমন পর্যায়ের ব্যস্ততায় ফেলে যে, সে সর্বদা তাতেই নিবিষ্ট থাকে এবং সে মহান আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে কিছুই করতে অবসর পায় না।

২। দ্বিতীয় অস্ত্র মুসলিমদের মাঝে উসকানি। অর্থাৎ, সে মতবিরোধের আগুন উত্তেজিত করতে এবং একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে নিজের প্রচেষ্টা ব্যয় করতে শুরু করে।

শয়তানের প্ররোচনার ক্ষেত্রসমূহ

শয়তানের প্ররোচনার ক্ষেত্র কী কী? কোন কোন ময়দানে আমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে পড়ে থাকি? অথবা অন্য শব্দে, কোন ময়দানে শয়তানের হস্তক্ষেপ বেশি থাকে? এ ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা ও মনোনিবেশ করার ফলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র উপলব্ধ হয়।

১। দুটি মুসলিম জামাআতের মাঝে প্ররোচনা

শয়তান সবচেয়ে বেশি দুটি মুসলিম জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ প্রক্ষিপ্ত করার চেষ্টা ক'রে থাকে। চাহে সে জামাআত দুটি অন্তর্দেশীয় পর্যায়ের হোক অথবা আঞ্চলিক পর্যায়ের, রাজ্য পর্যায়ের হোক অথবা মহল্লা পর্যায়ের। বরং একই জায়গায় কর্মরত কর্মীদের মাঝে দু'টি জামাআত হয়ে যাচ্ছে। যেমন এ বাস্তবতা সাধারণতঃ আমরা দর্শন ক'রে থাকি। এই শ্রেণীর দুটি জামাআতের মাঝে প্ররোচনা দিতে ও বিবাদে ইন্ধন জোগাতে শয়তান পরিপূর্ণ প্রচেষ্টায় থাকে। এ হল তার প্রথম ময়দান এবং সবচেয়ে বেশি প্রিয় ময়দান। সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আবু মুসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত আছে, আল্লাহর রসূল বলেছেন,

“শয়তান প্রত্যহ সকালে মুসলমানদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নিজের চেলাদেরকে প্রেরণ করে এবং তাদেরকে বলে, আজ যে কোন মুসলিমকে ভ্রষ্টতায় ফেলবে, তার মাথায় আমি মুকুট পরাব। (সুতরাং তার চেলারা মুসলমানদেরকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়ে।) অতঃপর এক চেলা যায় এবং ফিরে এসে বলে, 'আমি অমুক মুসলিমের পিছে লেগে থেকে চেষ্টা করতে থাকলাম। পরিশেষে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল।' শয়তান বলে, 'এটা কোন বড় কৃতিত্ব নয়। কারণ সে অতি নিকটে আবার (অন্য) বিয়ে ক'রে নেবে।'

দ্বিতীয় চেলা ফিরে এসে বলে, 'আমি অমুক মুসলিমের পিছে লেগে থাকলাম। পরিশেষে তাকে আমি তার পিতামাতার অবাধ্য সন্তান বানিয়ে ছাড়লাম।'শয়তান বলে, 'হয়তো সে অতি নিকটে তার পিতামাতার বাধ্য সন্তান হয়ে যাবে।'তৃতীয় চেলা ফিরে এসে

বলে, 'আমি অমুক মুসলিমের পিছে লেগে থাকলাম।পরিশেষে আমি তাকে শির্কে লিপ্ত ক'রে ছাড়লাম। 'ইবলীস বলে, 'তুমি বড় কৃতিত্বের কাজ করেছ।'

চতুর্থ চেলা ফিরে এসে বলে, 'আমি অমুক মুসলিমের পিছে লেগে থাকলাম। পরিশেষে তাকে আমি ব্যভিচার করিয়ে ছাড়লাম।'

ইবলীস বলে, 'তুমি বড় কৃতিত্বের কাজ করেছ। (কিন্তু মুকুটের উপযুক্ত নও।)'

আরো একজন চেলা ফিরে এসে বলে, 'আমি দুই ভাইয়ের পিছে লেগে থাকলাম। পরিশেষে তাদেরকে মারামারিতে লিপ্ত করলাম এবং একজন অপরজনকে হত্যা ক'রে দিল।'

এ কথা শুনে শয়তান বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই বড় কৃতিত্বের কাজ করেছ। তুমিই এই মুকুটের অধিকারী।'অতঃপর তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়।" (ইবনে হিব্বান ৬১৮-৯, হাকেম ৪/৩৫০, সিঃ সহীহাহ ১২৮০নং)

বলা বাহুল্য, শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ হল, মুসলিমদের দুটি জামাআতের মাঝে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা প্রক্ষিপ্ত করা। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ সময়ে মুসলমানদের জামাআতগুলির মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে বিশুদ্ধ দ্বীনী কর্মকৌশল অবলম্বন ক'রে থাকে এবং নিজেদের চেলাদের মাঝে এমন প্রতীক উড্ডীন করায়, যা বাহ্যতঃ চকচকে ও সংস্কারমূলক। কোথাও কারো অধিকার

আদায় ক'রে দেওয়ার বাহানা বানানো হয়, কোথাও অর্থ-দুর্নীতি দমন করার শ্লোগান দেওয়া হয়, কোথাও জামাআতের উদ্দেশ্য পূর্ণ করাকে ইশ্যু করা হয়। কোথাও নারী-কল্যাণকে বাহানা বানাবার চেষ্টা করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

শয়তানের এই কর্মকৌশল চিরদিনই বড় তৎপররূপে কার্যকর আছে। যা সে নববী যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রয়োগ ক'রে চলেছে। কোথাও সুন্নত- পালনের নামে ফাটল সৃষ্টি করে। সে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, আল্লাহর রসূল- এর সুন্নত নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

কোথাও সলফে সালেহীনের অনুসরণের বাহানা, কোথাও কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের বাহানা নিয়ে শয়তান দুই জামাআতের মাঝে অনুপ্রবেশ করছে।

২। দুই বন্ধুর মাঝে প্ররোচনা

এটি শয়তানের প্ররোচনার দ্বিতীয় বড় ময়দান যে, দুই বন্ধুর বন্ধুত্বের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে। এ ঘটনা সাধারণতঃ আমাদের নজরে পড়ে যে, দুই বন্ধু একটি সময়কাল ধরে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলে। অতঃপর নগণ্য কোন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে শয়তান তাদের মাঝে প্রবেশ ক'রে যায়।

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! আফসোসও হয় এবং আশ্চর্যও লাগে যে, আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি না। বরং আমি দু'জন তালেবে ইল্মের কথা বলছি। দু'জনই দাঈ ও মুবাল্লিগ, দুজনই আলেম ও মুদারিস। দুই বছর বা তিন বছর নয়; বরং কয়েক দশক ধরে এক সাথে মিলে দ্বীনের কাজ ক'রে আসছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এমন এক সময় এসে উপস্থিত হল যে, উভয়ের বন্ধুত্ব শত্রুতা ও বিচ্ছিন্নতায় পরিণত হয়ে গেল!

আপনারাও চিন্তা ক'রে দেখুন, উভয়ই আহলে ইল্ম ও সমঝদার। কিন্তু তাঁরা কোনভাবে অনায়াসে শয়তানকে সুযোগ দিয়ে ফেলেছেন যে, সে তাঁদের মাঝে প্রবেশ ক'রে মতভেদ ও কলহ সৃষ্টি ক'রে ফেলতে সফল হয়েছে।

আর এই মতবিরোধ অনেক সময় এমন কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ব্যাপারটা ঝগড়া ও ফতোয়াবাজিতে গিয়ে ঠেকে। উভয়েই নিজের পরিপূর্ণ যোগ্যতা অপরের ফতোয়া খন্ডন করার কাজে ব্যয় ক'রে দেন। একে অপরকে বিদআতী, ফাসাদী, (ফিতনাবাজ) খিয়ানতকারী, মিথ্যুক ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে থাকেন; বরং অনেক ক্ষেত্রে কাফের হওয়ার ফতোয়াও দিয়ে ফেলেন।

৩। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্ররোচনা

আপনাদের জানা আছে যে, স্বামী-স্ত্রী ও ঘর হল প্রথম রাজত্ব, যার ভিত্তিতে একটি রাজ্যের রাজত্ব কায়েম হয়। এই ছোট্ট রাজত্বটি সেই কারখানা হয়, যাতে আলেমও তৈরি হয়, ইঞ্জিনিয়ারও হয় এবং ডাক্তারও। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঐকমত্য (মতের মিল) থাকে না, সে ঘরের সন্তানদের মাঝে আত্মনির্ভরশীলতা খুব কমই দেখা যায়। বলার উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও প্ররোচনা দিয়ে

থাকে। পরিশেষে তাদের মাঝে তালাকের পরিস্থিতিও এসে উপস্থিত হয়। এদিকে শয়তান তো তাতে খুবই খোশ হয়ে যায়, আর অন্য দিকে মিঞা-বিবি পৃথক থেকে নির্জনে হাকীম মুমিন খান মুমিনের এই কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে।'কখনো আমার মাঝে ও তোমার মাঝে চাহিদা (ভালোবাসার আকর্ষণ) ছিল।কখনো আমার মাঝে ও তোমার মাঝে পথ ছিল। কখনো আমি ছিলাম ও তুমিও ছিলে পরিচিত (প্রেমিক-প্রেমিকা)। তোমার স্মরণে থাক অথবা না-ই থাক।'

সহীহ মুসলিমের এই হাদীস আপনারা বারবার শুনে থাকবেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ

فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ - فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ.«

"ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন রেখে (ফিতনা ও পাপের) অভিযান- সৈন্য পাঠায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তার নৈকট্য লাভ করে সে, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। অতঃপর প্রত্যেকে কাজের হিসাব দেয়; বলে, 'আমি এই করেছি।' সে বলে, 'তুমি কিছুই করনি।' একজন এসে বলে, 'আমি এক দম্পতির মাঝে ঢুকে পরস্পর কলহ বাধিয়ে পরিশেষে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি।' তখন শয়তান সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে তাকেআলিঙ্গন ক'রে বলে, 'খুব ভালো তুমি। (হ্যাঁ, তুমিই কাজের মতো কাজ করেছ!)" (মুসলিম ৭২৮৪, আহমাদ ১৪৩৭৭নং)

৪। দুই ভাইয়ের মাঝে প্ররোচনা

শয়তানের প্ররোচনার আরো একটি ক্ষেত্র ও ময়দান হল দুই ভাইয়ের মাঝে প্ররোচনা। 'ভাই' বলতে আমার উদ্দেশ্য এক বাপের এক মায়ের পেটে সহোদর ভাই। নচেৎ আমি-আপনি সকল মুসলমানই পরস্পর ভাই-ভাই। কিন্তু আমি বলতে চাইছি সহোদর দুই ভাইয়ের কথা। আপনারা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, অনেক সময় সামান্য জিনিসকে কেন্দ্র ক'রে শয়তান দুই ভাইয়ের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করে। আর এটা শয়তানের বড় প্রিয় কাজ। অথচ দেখুন, উভয়ে একই মায়ের দুধপান করেছে, এক সময় উভয়েই এক বিছানায় শয়ন করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মারামারি শুরু করে। এতে সবচেয়ে

বড় জোর কার হয়? শয়তানের, নাকি শয়তানী জালের? শয়তানী জাল বা ফাঁদ কী জিনিস?

একটি যয়ীফ বা জাল হাদীসে এসেছে, 'নারী শয়তানের জাল (ফাঁদ)। '

[হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ কর্তৃক তাঁর উক্তি হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে, 'নারী হল শয়তানের জাল।' (ইবনে আবী শাইবাহ ১২/২১২]

এটাই হল কারণ, যতদিন পর্যন্ত দুই ভাইয়ের বিবাহ না হয়ে থাকে, ততদিন উভয়ের মাঝে একতা থাকে। কিন্তু যখন বিবাহ হয়ে যায়, তখন তাদের আপোসে লড়াই শুরু হয়। যার কারণ বিতাড়িত শয়তানের নিজস্ব কৌশলে অথবা নারীদের মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি।

[বাংলায় একটি প্রবাদে বলা হয়, 'ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন, যদি হয় পর, নারীই কারণ।---অনুবাদক]

ভাইদের মাঝে শয়তানী প্ররোচনার সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হল হযরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনী। আর সে কাহিনী প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানা। হযরত ইউসুফ। খোদ এ কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, এ যা কিছু ঘটেছে, তা শয়তানের প্ররোচনার ভিত্তিতে ঘটেছে। মহান আল্লাহ তাঁর সে উক্তিকে এই শব্দে কুরআন কারীমে উদ্ধৃত করেছেন,

)وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي] { يوسف : ١٠٠{

“তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত ক'রে এবং শয়তানের আমার ও আমার ভাইদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।” (ইউসুফ: ১০০)

৫। পিতা-পুত্রের মাঝে প্ররোচনা

শয়তানী প্ররোচনার একটি খুব বড় ময়দান হল পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মাঝে প্রবেশ ক'রে তা বিগড়ে দেয়। যার ফলে ছেলে বাবার অবাধ্যাচরণ করে, তার সাথে অসভ্য ব্যবহার করে, পিতার অসিয়ত ও মীরাসে শরীয়ত-বিরোধী আচরণ করে। অনুরূপ কোন পুত্রকে কিছু বেশি দিলে বা অন্য প্রাধান্যের ফলেও সম্পর্কে ফাটল প্রকট হয়। অনেক সময় পিতামাতার অথবা তাদের একজনের নিকট কোনও একটি পুত্র তার অন্য পুত্রদের চাইতে বেশি প্রিয় হয়। সেই সময় শয়তানের হস্তক্ষেপে প্ররোচনার ময়দান তৈরি হয়ে যায়।

আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, এ ব্যাপারে পিতার সামান্য পদস্খলন অথবা তার কোন প্রকৃতিগত দুর্বলতাকে ভিত্তি ক'রে শয়তান পুত্রদেরকে পিতার বিরুদ্ধে এবং পিতাকে নিজ পুত্রদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় এবং উভয় পক্ষের মনে প্ররোচনা দেয়। কুরআন মাজীদে হযরত ইউসুফ। ও তাঁর ভাইদের কাহিনী যদি আপনি ভেবে দেখনে, তাহলে আপনার অনুমান হবে যে, হযরত ইয়া' কুব -এর যে ভালোবাসা হযরত ইউসুফ-এর প্রতি ছিল, তাকেই ভিত্তি ক'রে শয়তান কোনভাবে হযরত ইয়া' কুবা-এর বেটাদের হৃদয়ে হিংসার আগুন উসকে দিল। অতঃপর তাদেরকে কিছু অসংগত ও ঘৃণ্য পদক্ষেপ করতে উদ্বুদ্ধ করল। এর ফলশ্রুতিতে বেটারা নিজ বাপের প্রতি 'স্পষ্ট ভ্রষ্টতা'র অপবাদ আরোপ করল। অথচ তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন। তারা বলেছিল,

لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ] { يوسف : ٨{

'আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার (সহোদর) ভাই (বিয়ামীন) ই আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি (সংহত) দল, আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন।' (ইউসুফ: ৮)

সুতরাং এরপর শয়তান তাদেরকে কিছু অশোভনীয় আচরণ এবং স্পষ্ট পাপাচারে লিপ্ত করল। ফলে তারা ইউসুফ-কে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী বিহীন অবস্থায় কুয়ার মধ্যে

ফেলে দিয়ে চলে এল এবং পিতার সামনে পরিষ্কার শব্দে মিথ্যা বলে বসল। পুরোটাই মিথ্যা কাহিনী গড়ে নিল।

৬। নেতা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে প্ররোচনা

যারা কোন দায়িত্বশীল বা নেতার অধীনে কাজ ক'রে থাকে, তাদের মাঝেও শয়তানের প্ররোচনা খুবই উচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকে। এ ব্যাপারটি সকলের নিকট দৃশ্যমান যে, ম্যানেজার ও তার তত্ত্বাবধানে কর্মরত ব্যক্তিদের মাঝে সাধারণতঃ কুধারণার পরিবেশ গড়ে ওঠে। যেমন কোন মাদ্রাসার সেক্রেটারি ও শিক্ষকদের মাঝেও সাধারণতঃ অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বলাবাহুল্য, সভাপতি বা সেক্রেটারি কোন শিক্ষককে নিজের নৈকট্যপ্রাপ্ত করেন এবং অন্যকে দূরে ঠেলে দেন। যার পরিণতি এই হয় যে, তাঁদের মাঝে শয়তান অনুপ্রবেশ ক'রে কলহ সৃষ্টি করতে শুরু ক'রে দেয়। যা কুধারণা, হিংসা, গীবত, চুগলী এবং অধিকাংশ সময়ে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

আমি এখানে একটি উদাহরণ পেশ করলাম। এরই উপরে প্রত্যেক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানকে কিয়াস (অনুমান) করতে পারেন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-ইস্তীআব' এ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াইয়ের জীবনীতে লিখেছেন, একদিন একজন ক্রীতদাসী হযরত উমার-এর নিকট হযরত সাফিয়্যাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে গেল এবং বলল, 'সাফিয়্যাহ শনিবারকে ভালোবাসেন(৬) এবং এ যাবৎ ইয়াহুদীদের সাথে নিজ সম্পর্ক সুদৃঢ় ক'রে রেখেছেন।'

সুতরাং হযরত উমার এ হযরত সাফিয়্যাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট কাউকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই অভিযোগ সত্য কি না?

হযরত সাফিয়্যাহ (রাম্বিয়াল্লাহু আনহা)র জবাব ছিল, 'শনিবারকে ভালোবাসার সম্পর্কে বলি যে, আল্লাহ যেদিন থেকে তার পরিবর্তে আমাদেরকে জুমআর দিন দান ক'রে ধন্য করেছেন, সেদিন থেকে আমি শনিবারকে ভালোবাসি না। অবশ্য ইয়াহুদীদের সাথে

সদাচরণ বজায় রাখার ব্যাপারে বলি যে, তাদের সাথে আমার আত্মীয়তা ও জ্ঞাতিত্ব রয়েছে। যার কারণে তাদের সাথে আমি জ্ঞাতিবন্ধনের আচরণ অবশ্যই ক'রে থাকি।'

অতঃপর হযরত সাফিয়্যাহ (রাম্বিয়াল্লাহু আনহা) নিজ দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ কাজের উপর তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করল?' উত্তরে দাসী বলল, 'শয়তান।'

হযরত সাফিয়্যাহ (রাম্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'আমি শয়তানকে অধিক লাঞ্ছিত করছি এবং তোমাকে স্বাধীন ক'রে দিচ্ছি।

৭।জাতীয় বা বংশীয় অন্ধ পক্ষপাতিত্বের আওয়াজ উঁচু করা

প্রথম যে জিনিস সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি আকারে সমাজে পাওয়া যায়, সেটা হল বংশপূজা এবং জাতীয়তাবাদের শ্লোগান উচ্চ করা। এটা শয়তানের একটা বড় হাতিয়ার।

উদ্দেশ্য হল, মানুষ নিজের ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এলাকা, গোত্র এবং বংশের নামে কাউকে সাহায্য ও সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়। আর সে হকের উপর আছে, নাকি বাতিলের উপর আছে, তা দেখে না। যালেম কে এবং মযলুম কে, সে কথা জানার চেষ্টাও করে না। বরং কেবল অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে কারো সাহায্যের জন্য তৈরি হয়ে যায়। কেননা, জাহেলিয়াতের যে সকল প্রথা ও রেওয়াজকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নবী করীম প্রেরিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি প্রথা এও ছিল যে, 'সর্বাবস্থায় তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর।

৮। বিবাহ সম্বন্ধে শয়তানের ধোকা

ব্যভিচারী করার আশংকা থাকলে বিবাহ করা ওয়াজিব। আশংকা না থাকলে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। আর এটাই ওলামা সম্প্রদায়ের অভিমত। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন-এই অবস্থায় বিবাহ করা যাবতীয় নফল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ এতে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—"বিবাহ করা সুন্নত। যে আমার সুন্নত হতে ফিরে থাকবে সে আমার উম্মত নয়।" হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেন-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ওসমান ইবনে মাযউনকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে নিষেধ করেছিলেন। যদি নির্দেশ দিতেন তবে আমরা খাশী হয়ে যেতাম।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন-সাহাবাদের একটি দল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে কি কি কাজ করেন? তাহারা নবীজীর কাজের কথা বর্ণনা করলে সাহাবাদের মধ্যে কেহ বলিলেন-আমি বিবাহ করিব না।

কেউ বললেন-আমি মাংস খাব না।

কেউ বললেন-আমি রাতে শয়ন করব না।

আবার কেউ বললেন-আমি প্রত্যেক দিন রোযা রাখব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত কথাবার্তা শুনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে হামদ ও সানার পর বললেন-এরা কেমন লোক যে এমন সব কথাবার্তা বলে। আমি তো রাতে নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই, রোযাও রাখি আবার ইফতারও করি এবং বিবাহও করেছি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত বিরোধী সে আমার উম্মত নয়।"হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন-এই উম্মতের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন যার স্ত্রী অধিক ছিল।

কোরআন হাদীসের আলোকে বিবাহ অত্যন্ত জরুরি একটি ইবাদাত। কিন্তু বর্তমান ফিতনার সমাজে বিবাহ কে অনেক কঠিন করা হয়েচগে। স্যাকুলারদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ কে উপলব্ধি করে বর্তমান তরুন সমাজ বিবাহের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত এ অনীহা প্রকাশ করে। যার দরূন যিনা ব্যাভিচার সমাজে অনেক বেড়ে গিয়েছে। এর থেকে প্ররিত্রান পেতে হলে তরুন সমাজকে কোরআন সুন্নাহর আলোকে বিবাহের গুরুত্ব ও ফজিলত অনুধাবন করাতে হবে।

৯। ধনীদের প্রতি শয়তানের ধোকা

ধনীদরকে শয়তান চার উপায়ে ধোকা দিয়ে থাকে।

■ প্রথমত-উপার্জনের সময় খেয়াল থাকে না যে তাদের টাকা পয়সা কিভাবে উপার্জন হচ্ছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-মানুষের জন্য এমন একটি সময় আসিবে যখন তাহারা টাকা পয়সা উপার্জনের বেলায় চিন্তা করবে না যে এটা হালালভাবে হচ্ছে না হারাম পন্থায়।

■ দ্বিতীয়ত-কৃপণতা। অধিকাংশ ধনী আল্লাহ ক্ষমা করবেন, এই আশায় যাকাত দেওয়া হতে বিরত থাকে। আবার কেউ সামান্য কিছু যাকাত দিয়েই বলে-এটাই যথেষ্ট। আবার কেউ যাকাত না দেয়ার টালবাহানা করে। যেমন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার সম্পত্তি কোন আপন আত্মীয় স্বজনের নামে হেবা করে দেয়। তারপর আবার ফিরিয়ে নেয়। আবার কেউ কোন গরীবকে একটি কাপড় দিয়া তার মূল্য ধরে দশ টাকা। অথচ তার মূল্য কোনোভাবেই দুই টাকার বেশী হতে পারে না। যাকাত দানকারী কোনো হিসেবনিকেশ ছাড়া অল্প যাকাত দান করে মনে করে এতেই আমার যাকাত আদায় হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ তাহার খাদেমকে যাকাত দেয়-অথচ উহা খাদেমের মজুরী হিসেবেই পরিগণিত হয়।

আমাশ শাকীক হতে বর্ণনা করেন--আবদুল্লাহ বলেছেন-- শয়তান প্রত্যেকটি ভাল বস্তু দ্বারা মানুষকে প্রলুব্ধ করে। যখন শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন তাহার ধনসম্পদের উপর শুইয়ে থাকে এবং তাকে দান খয়রাত করা হতে বিরত রাখে।

■ তৃতীয়ত-ধনী হওয়ার দরুন নিজকে ফকীর দরবেশ হতে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অথচ এটা অত্যন্ত দোষণীয়। কারণ, মর্যাদা ঐ সমস্ত ফযীলত হতে লাভ করা যায় যা নফসের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। পাথর সঞ্চয় করার মধ্যে কোন ফযীলত নাই-যাহা নফসের বহির্ভূত বস্তু তাই কোন কবি বলিয়াছেন-

জ্ঞানবানদের নিকট সম্পদ সুখের চেয়ে আত্মার সুখের মূল্য অনেক বেশী। কারণ, মানবের মর্যাদা তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে অবস্থার মধ্যে নয়।

■ চতুর্থত-সম্পদশালী লোক অযথা খরচ করে। যেমন কেউ বাড়ী তৈরী করে তার প্রাচীরের গায়ে নানা প্রকার নকশা করে ছবি আঁকে-যা অতি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটা অহংকার প্রকাশ করারই নামান্তর মাত্র। এই সমস্ত কাজ হারাম

এবং মাকরূহর পর্যায় পৌঁছে। অথচ তার প্রত্যেকটি কাজের জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-চারিটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত বান্দা আল্লাহর সম্মুখ হইতে যাইতে পারিবে না।

★ প্রথম-তোমার যৌবন কি কাজে কাটিয়েছো;

★দ্বিতীয়-দেহকে কোন্ কাজে লাগাইয়াছ।

★তৃতীয়-কি উপায়ে টাকা পয়সা অর্জন করিয়াছ এবং

★ চতুর্থ-কোন্ কাজে টাকা পয়সা বার করিয়াছ?

কোন কোন ধনী মসজিদ মাদ্রাসা এবং পুল তৈরী করে দেয়। উদ্দেশ্য তাহার নাম সব লোকে জানুক অমুক ব্যক্তির নামে এটা হয়েছে। এজন্য তাকে প্রশ্নবাদ করা হবে। যদি সে খোদার সন্তুষ্টি বিধানার্থে করিত, তবে আল্লাহর অবগত হওয়া পর্যন্তই যথেষ্ট মনে করত। যদি তাকে বলা হয় যে, তুমি অমুক মসজিদ মাদ্রাসা করিয়া দাও, কিন্তু উহাতে তোমার নামফলক থাকবে না, তবে সে রাযী হবে না।

আবার কেহ কেহ রমযান মাসে মসজিদে আলোর ব্যবস্থা করে। অথচ সারাবৎসর মসজিদ অন্ধকার থাকে তখন উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। কারণ, রমযান মাসে তাহার নাম হবে এই আশায়ই খরচ করে থাকে। অধিকাংশ সময় এই প্রকার আলোর ব্যবস্থা করায় অযথা খরচও হয়ে থাকে। এভাবে রিয়া তাহার কাজ করিয়া যায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বাতি হাতে করে মসজিদে যেতেন এবং তা সম্মুখে রেখে নামায আদায় করতেন।

কোন কোন ধনীর অভ্যাস দরবেশকে দান খয়রাত করলে লোকে উহা দেখে। দানকারীর উদ্দেশ্য প্রশংসা কুড়ানো, দরবেশকে অপমানিত করা। আবার কেউ অচল এবং ওজনে

কম দীনার দেয় এবং লোকের সামনে দান করে যেন লোকে বলে-অমুক ধনী দীনার খয়রাত করে।

পূর্ববর্তী বুযুর্গদের নিয়ম ছিল ওজনে দেড় গুণ দীনার ছোট কাগজে জড়াইয়া গরীবদেরকে দান করতেন। গরীব হাতে লইয়া মনে করিত হয়ত সামান্য কিছু হবে। যখন খুলে দেখত এবং ওজন করত-তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত।

আবার কোন কোন লোক আপনজনকে না দিয়া অন্যকে দান খয়রাত করে। অথচ আপনজনকে দান করা সবচেয়ে ভাল।

আমাশ হাফসা হতে বর্ণনা করেন--সোলায়মান ইবনে আমের বলেছেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-গরীবকে দান করলে এক সদকা এবং গরীব আত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব হয়।

কোন কোন ধনী জানে যে, আপনজনকে দান করলে সওয়াব বেশী হয় কিন্তু কোন প্রকার মনোমালিন্য থাকার জন্য দেয় না। তাই আপন জনের দুঃখ দুর্দশা জানা সত্ত্বেও তাকে দান করে না। অথচ তাহাকে দান করলে তিনগুণ পুণ্য লাভ হত। প্রথম-দানের, দ্বিতীয়-

আপনজনকে দান করার এবং তৃতীয় নফসের বিরোধিতা করার।

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) বলেন-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—যে আত্মীয়ের সাথে শত্রুতা তাকে দান করাই শ্রেষ্ঠ দান।

কারণ ইহাতে নফসানী খাহেশের বিরোধিতা করা হয়।

কোন কোন ধনী দান খয়রাত রীতিমতই করে কিন্তু পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-সচ্ছলতার পর যে দান করা হয় উহা শ্রেষ্ঠতর দান। প্রথম তোমার পরিজনকে দাও।

আরও ইরশাদ করিয়াছেন-তোমরা দান কর। এক ব্যক্তি বলিল-

-আমার নিকট একটি দীনার আছে।

-উহা তোমার নিজের জন্য খরচ কর।

-আমার নিকট আরও একটি দীনার আছে।

-স্ত্রীর জন্য খরচ কর।

- আরও একটি আছে।

-ছেলেমেয়েদের জন্য খরচ কর।

-আরও একটি আছে।

-দাস-দাসীর জন্য খরচ কর।

-আরও একটি আছে।

-তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

কেউ কেউ অছিয়ত করার সময় খুব বেশী বেশী করে অছিয়ত করে। মনে করে আমার সম্পত্তি আমি যাহা ইচ্ছা তাই করব। ফলে উত্তরাধিকারীগণ বঞ্চিত হয়। কিন্তু এই কথা জানে না যে, সে অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথেই তাহার আত্মীয়-স্বজন তার ধনসম্পত্তির সাথে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যেই ব্যক্তি অছিয়ত করার সময় খেয়ানত করে তাকে 'ওবা'-র নিক্ষেপ করা হইবে। ওবা জাহান্নামের একটি জঙ্গলের নাম।

আমাশ খাইছামা হতে বর্ণনা করেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-শয়তান বলে আদম সন্তান আমার উপর জয়ী হতে পারে না। জয়ী হলেও আমি তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দেই। অসৎ উপায়ে আয় করা; অন্যায় পথে খরচ করা এবং সত্য হতে বিমুখ থাকা।

১০। দান গ্রহণে শয়তানের ধোকা

দরবেশকে শয়তান দান গ্রহণেও ধোকা দিয়ে থাকে। কোন কোন লোক ধনী হওয়া সত্ত্বেও নিজের দারিদ্রতা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় সে যদি দান খয়রাত গ্রহণ করে তবে সে দোযখের আগুন জমা করে।

হযরত আবু হোরায়রা হতে বর্ণিত আছে--হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যেই ব্যক্তি ধনসম্পদ বাড়াবার জন্য লোকের নিকট যাচঞা করে সে আগুনের অঙ্গার সঞ্চয় করে পরিমাণে উহা বেশীই হউক বা কমই হউক।

কোন ব্যক্তি যদি লোকের নিকট কোন কিছু না চায় এবং দারিদ্রতা প্রকাশের অর্থ এই হয় যে, লোকে তাহাকে দরবেশ বলুক তবে সে রিয়াকার। আর যদি কেহ সম্পদশালী হয়ে তা প্রকাশ না করে এবং দান গ্রহণও করে না তবে সে আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ব্যক্তিকে ছেঁড়া ফাটা কাপড় পরিধান করতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-তোমার টাকা পয়সা আছে কি? সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেন-জ্বি হা আছে। নবীজী ইরশাদ করলেন-তবে তোমার উচিত উহা প্রকাশ করা।

দরবেশ অভাবগ্রস্থ হলে তাহার কর্তব্য নিজের দারিদ্রতাকে গোপন করে রাখা এবং ধৈর্যধারণ করা। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কেহ কেহ কোমরে চাবি রাখিতেন। উদ্দেশ্য লোকে যেন মনে করে তাহার ঘর-বাড়ী আছে। অথচ তারা রাতে মসজিদে থাকতেন।

১১। জনসাধারণের ধোঁকা

জনসাধারণের অধিকাংশকে শয়তান এই বলে ধোকা দেয় যে স্বভাবগতভাবেই তোমরা তোমাদের কাজ করে যেতে থাক। ফলে এটা হয় তাদের সর্বনাশের মূল কারণ। তার মধ্যে একটি এই যে, ধর্ম বিশ্বাসে তারা তাদের বাপ-দাদার অনুসরণ এবং অনুকরণ করে থাকে। অথচ বিচার করে দেখে না যে, তারা সঠিক পথে ছিল কিনা? ইহুদী, খৃষ্টান এবং জাহেলিয়াত যুগের লোক এই প্রকার তাকলিদ বা অনুকরণ করত।

এভাবে মুসলমান তাহাদের নামায, রোযা, ইবাদত বন্দেগী করে থাকে। কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর জীবিত থাকে; লোকের দেখাদেখি নামায পড়ে। অথচ সূরা ফাতেহাও ঠিক মত বলতে পারে না। এটাও জানে না যে, নামাযের ওয়াজিব ও সুন্নত কি? আর না জানার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে অযথা একটা কিছু মনে করে। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু হলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার সমাধান জেনে নিতে অলসতা বোধ করে না।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কোন কোন ব্যক্তি ইমামের পূর্বেই রুকু সেজদা হতে মাথা উত্তোলন করে। ফলে তার নামায বাতিল হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ ফরয ছেড়ে নফল বেশী পড়ে। অযু করার সময় কোনো কোনো অঙ্গ শুষ্ক থাকে। ফলে অযু হয় না, অযু না হলে নামায হয় না।

আবার কোনো কোনো লোক রমযান মাসে ফরয নামায আদায় করিতে বিলম্ব করে। ইফতারের সময় হালাল হারামের তারতম্য করে না। পরনিন্দা করা হতে জিহ্বাকে সংযত রাখে না।

কেউ কেউ গণকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। কেহউকোন কাজ করার পূর্বে গণকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে। তাদের ঘরে কুরআন না থাকলেও অবশ্য পঞ্জিকা থাকে। এভাবে সঠিক ইলম এর অভাবে জনসাধারণের অধিকাংশ লোকেরাই ঈমান হারিয়ে ফেলে তারা নিজেরাও জানে না। বর্তমান সমাজের এমনই ন করুণ অবস্থা যে এসব ঈমানহারা লোকদেরকে নিয়ে কেউ ফিকির করবে এমন মানুষ ও নেই।

সাথী ভ্রাতৃবৃন্দ! শয়তানের প্ররোচনার এই ১১টি ময়দান আমি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করলাম। নাহলে কোন ময়দান এমন নেই যা শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত আছে। নবী করীম এই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন,

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ.))

“শয়তান তোমাদের প্রত্যেক ব্যাপারে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়; এমনকি তোমাদের খাবারের সময়েও উপস্থিত হয়।” (মুসলিম ৫৪২৩নং, আবু য়্যা'লা ৬/৪১৬)

শয়তানের প্ররোচনার নানা রূপ

শয়তানী প্ররোচনার মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি করার নানা রূপ আছে। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলঃ-

১। জাতীয় বা বংশীয় অন্ধ পক্ষপাতিত্বের আওয়াজ উঁচু করা

প্রথম যে জিনিস সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি আকারে সমাজে পাওয়া যায়, সেটা হল বংশপূজা এবং জাতীয়তাবাদের শ্লোগান উচ্চ করা। এটা শয়তানের একটা বড় হাতিয়ার।

উদ্দেশ্য হল, মানুষ নিজের ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এলাকা, গোত্র এবং বংশের নামে কাউকে সাহায্য ও সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়। আর সে হকের উপর আছে, নাকি বাতিলের উপর আছে, তা দেখে না। যালেম কে এবং মযলুম কে, সে কথা জানার চেষ্টাও করে না। বরং কেবল অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে কারো সাহায্যের জন্য তৈরি হয়ে যায়। কেননা, জাহেলিয়াতের যে সকল প্রথা ও রেওয়াজকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নবী করীম প্রেরিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি প্রথা এও ছিল যে, 'সর্বাবস্থায় তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর, চাহে সে যালেম হোক বা মযলুম হোক। '

যেহেতু এই রীতির ফলে দুনিয়াতে অশান্তি ও ফাসাদ সৃষ্টি হয় এবং মযলুম নিজ হক ফিরে পায় না, সেহেতু নবী করীম এমন কাজকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে প্রকৃতিগতভাবে নিজ গোত্র, বংশ এবং এলাকা প্রিয় জিনিস হয়ে থাকে, সেহেতু সে যদি তার আবেগের নাকে শরীয়তের লাগাম না দেয়, তাহলে শয়তান তার প্রকৃতিগত দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং সেখানে প্ররোচনার অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করে।

আর এটাকে আমাদের দুর্ভাগ্য বলুন অথবা পরোয়াহীনতা, আমাদের মধ্যে বহু সমঝদার মানুষও এ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি---নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক---উলামা সম্প্রদায়ও এতে জড়িত হয়ে পড়েন! অর্থাৎ, এ ব্যক্তি কোন্ জাতির? কোন্ বংশের?

কোন্ পরিবারের? কোন্ জায়গার? (কোন ভাষার?) এ সকল প্রশ্নের জবাব কারো অধিকার নষ্ট করা অথবা নিজের কোন কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের জামাআত, যে জামাআত কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী, উলামায়ে হাদীসের জামাআত। এ ভ্রাতৃত্ব কোন আঞ্চলিক ভ্রাতৃত্ব নয়, বরং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কিছু ছোট ছোট আহলে ইল্ম নিজ নিজ ভ্রাতৃত্ব ও এলাকাভিত্তিক আলেমেদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে থাকেন এবং অন্য এলাকার আলেমদের কদর করেন না। এমনকি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, যদি কোন দাওয়াত অফিসে কোন পাকিস্তানী দাঈ থাকেন, তাহলে তাঁর দর্সে উপস্থিত শ্রোতা অধিকাংশই পাকিস্তানী হয়। সেখানে ভারতীয় বা বাংলাদেশী শ্রোতা তিল পরিমাণ নজরে আসে। পক্ষান্তরে যদি দাঈ ভারতীয় হন, তাহলে তাঁর দর্সে উপস্থিত শ্রোতা অধিকাংশই ভারতীয় হয়। আর পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী খুব কমই নজরে পড়ে। (যদিও তারা ভাষা বোঝে।) বরং সেই অফিসের দাঈও তাঁর সেখানে দর্স ও বক্তৃতার জন্য অধিকাংশ নিজের দেশেরই দাঈকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন। এর কারণ হল, আমাদের অন্তরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে শয়তান প্ররোচনার বীজ বপন করে রেখেছে এবং আমাদের হৃদয়-মনে এই বিভেদ (ও বিভাজন) সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে যে, (কার্যক্ষেত্রে আমাদের বিবেচ্য হয়,) এ পাকিস্তানী, এ ভারতীয়, এ বাংলাদেশী। আর এই জিনিসকেই ভিত্তি করে শয়তান নিজ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বলার উদ্দেশ্য এই যে, আঞ্চলিক ও বংশীয় পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি ক'রে শয়তান আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করতে চায়। এই কারণেই নবী করীম একাধিক হাদীসে জাতীয় ও বংশীয় পক্ষপাতিত্ব করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হযরত জুবাইর বিন মুতুইম বিন আদী কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.»

"সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে অন্ধ পক্ষপাতিত্বের দিকে আহ্বান করে। সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে। এবং সে ব্যক্তি

আমাদের দলভুক্ত নয়, যে অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উপর মৃত্যুবরণ করে।" (আবু দাউদ ৫১২৩নং, হাদীসটির সনদ যয়ীফ, তবে অর্থ সহীহ)

এই অর্থে হযরত আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে, নবী করীম বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍعُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.»

"যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে। যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে,

অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহবান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।" (আহমাদ ৭৯৪৪, মুসলিম ৪৮৯২নং) নববী যুগেও একদা শয়তান সাহাবীগণের মাঝে এই অন্ধ পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। রহমতের রসূল নিজ কার্যকৌশলের মাধ্যমে কাজ না নিলে তো আনসার ও মুহাজিরদের আপোসে যুদ্ধ বেধেই যেত। এ নবী করীম-এর উপস্থিতির বর্কত ও তাঁর কর্মকুশলতার হিকমত ছিল যে, তিনি সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে নির্বাপিত করেছিলেন। এ ছিল বানী মুস্তালাক যুদ্ধের, যা জাবের বিন আব্দুল্লাহ আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, মূল ঘটনা এই রকম যে, উক্ত যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুসলিমরা মুরাইসী' নামক এব ঝরনার পাশে অবস্থান করছিলেন। সেখানে পানি নিতে গিয়ে দুই ব্যক্তির ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেল। এক ব্যক্তি জাহজাহ গিফারী নামক হযরত উমার-এর গোলাম ছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সিনান বিন ওয়াবার নামক আনসারের মিত্র ছিল। ধাক্কাধাক্কির পর ব্যাপারটি বেড়ে গেলে জাহজাহ সিনানের পাছায় হাত অথবা পা দিয়ে আঘাত করল। যেহেতু তাদের মধ্যে এমন কান্ড বড় লাঞ্ছনাকর ছিল, সেহেতু সিনান 'ইয়া লালআনসার!' বলে ডাক দিল। যার অর্থ হয়, 'হে আনসারদল! আমাকে সাহায্য করো।' এ কথা শুনে জাহজাহও 'ইয়া লালমুহাজিরীন!' বলে ডাক দিল। যা শুনে উভয় পক্ষের

সাহাবাগণ একে অন্যের সামনাসামনি জমা হতে শুরু করলেন। সময় ঘনিয়ে এসেছিল যে, কে যালেম, কে মযলুম, তা না শুনে না বুঝে উভয় পক্ষ আপোসে লড়াই শুরু ক'রে দিতেন। কিন্তু নবী-এর নিকট খবর পৌঁছতেই তিনি সত্বর সেখানে পৌঁছে বললেন,

«مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ... دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.»

"কী ব্যাপার, জাহেলী যুগের ডাক? তোমরা এসব পরিহার করো, কারণ এ হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।" (বুখারী ৪৯০৫, মুসলিম ৬৭৪৮, তিরমিযী ৩৩ ১৫নং)

২। জাহেলী সভ্যতা নিয়ে গর্ব করা এবং তা উজ্জীবিত করা

অনেক সময় লোকেদের নিজস্ব জাহেলী যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করাটা শয়তানী প্ররোচনার কারণ হয়ে বসে। আসল কথা এই যে, যে কোনও সম্প্রদায় হোক, তাদের বাপ-দাদা যেমনই হোক না কেন, তারা তাদের সভ্যতা ও কৃতিত্বকে সুনজরেই দেখে থাকে। বরং অনেক সময় লোকে এ কথা জানে যে, আমাদের বাপ-দাদার এই কর্মকান্ড ভ্রান্ত। কিন্তু তবুও বড়ই আগ্রহ ও গর্বের সাথে বয়ান ক'রে থাকে। বরং যদি তাদের নিকট দ্বীনের মর্যাদা কম থাকে, তাহলে ঐ জাহেলী সভ্যতাকে পবিত্র দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। আমাদের পরিবেশে এ কথার বহু উদাহরণ বর্তমান আছে; যেমন বসন্ত-উৎসব ইত্যাদি।

মানুষের উক্ত দুর্বলতার ভিত্তিতে শয়তান মুসলিমদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি করতে চায়। জাহেলী যুগে কন্যা সন্তান কে জীবিত কবর দিয়ে দেয়া হতো বর্তমান যুগে যিনা ব্যাবিচারের ফলে অনেকেই দেখা যায় অনাগত সন্তানকে গর্ভেই হত্যা করে ফেলছে। বর্তমানে যিনা ব্যাভিচার এ মানুষের কোনো চক্ষুলজ্জা কাজ করে না। বরং এটাই স্মার্টনেস বলে মনে করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যা জাহেলী যুগ থেকেও আরও ভয়াবহ।

৩। ইবাদাত এর উদ্দেশ্যে নির্জনতা অবলম্বন করিয়ে গুনাহের কাজকরিয়ে নেয়া:

শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য অনেক পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। সাময়িক ভাবে সেটা মনে হতে পারে নেক কাজে সহযোগিতা করা কিন্তু যখন এটার মাধ্যমেই শয়তান

তার কার্য হাসিল করে থাকে। হয়তোবা কোনো একদিন কেহ তাহজ্জুদ পড়ার জন্য রাত্রে ঘুম থেকে উঠলো। তারপর মোবাইলফোন হাতে নিলো ঘড়ির সময় দেখার জন্য। কিন্তু এই মোবাইলখানা হাত থেকে আর সরাতে পারলো না, চোখের পলকে ঘন্টা পার হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ এর সময়ও পার হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে শয়তানের প্ররোচনা। শয়তানের চক্রান্তে পড়ে কোন কোন সূফী পাহাড় পর্বতে গিয়ে বৈরাগী জীবন যাপন করে; জুমআ জমাআত পরিত্যাগ করে এবং কোন আলেমের সাথে সংশ্রব রাখে না। আবার কেউ কেউ তাহার নির্দিষ্ট উপাসনা গৃহে বসে থাকে, নামাযের জন্য মসজিদে আসে না। আরামে বসে থেকে অন্যের দান-খয়রাতের উপর নির্ভর করে।

কাসেম আৰু ইমামাহ হইতে বর্ণনা করেন-রাসূলুল্লাহর সাথে আমরা একবার এক বাহিনীর সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন একটি গুহার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় সেখানে কিছু পানি দেখিয়া বলিল-আমি জনসমাজ হইতে পৃথক হইয়া এখানেই থাকিব এবং ইহার চারি পাশে শাকপাতা আছে উহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি-তিনি অনুমতি দিলে থাকিব, অন্যথায় থাকিব না।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি ইরশাদ করিলেন-আমি ইহুদী এবং খৃষ্টানদের ন্যায় সন্ন্যাসব্রত লইয়া আবির্ভূত হই নাই। বরং সঠিক শরীয়ত এবং সহজ ধর্ম সহ আগমন করিয়াছি। যাহার আয়ত্ত্বে মুহম্মদের জীবন তাহার শপথ! সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পথে একবার পা উঠানো দুনিয়া এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার চেয়ে ভাল। জমাআতে নামাযের কাতারে দাঁড়ানো তোমাদের জন্য ষাট বৎসর নামায পড়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৪। গান বাজনারব মাধ্যমে অন্তরে পুলক সৃষ্টি

গান বাজনা আমাদের সমাজে একটি প্লেগ। মহামারীর মতোই তা গ্রাস করেছে আমাদের পুরো সমাজকে। আমরা তা বুঝতেও পারছি না। অধিকাংশ মানুষ বাদ্যযন্ত্র হারাম জেনেও তা শুনে যাচ্ছে। তাদের ধারণা নামাজ পড়ছি, রোজা রাখছি, সুদ খাচ্ছি

না, সামান্য গান-বাজনাতে আর কি হবে? এটি আসলে শয়তানের একটা ধোকা। শয়তান আপনাকে শুরুতেই শির্ক কিংবা কুফরীর দিকে আহ্বান করবে না। শয়তান আপনাকে প্রথমে বিভিন্ন সগিরা গুনাহ ও প্রাথমিক লেভেলের কবীরা গুনাহে লিপ্ত করাবে। ক্রমান্বয়ে এসব গুনাহ করতে করতে আপনার ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে। একসময় আপনি শির্ক কিংবা কুফরীর মত বড় ধরনের কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবেন এবং নিজেই বুঝতে পারবেন না।

বাদ্যযন্ত্র এবং অনৈতিক সংগীত কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡتَرِیۡ لَهۡوَ الۡحَدِیۡثِ لِیُضِلَّ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ بِغَیۡرِ عِلۡمٍ ٭ۖ وَّ یَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ

"আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে।"ওদের জন্যই আছে অবমাননাকর শাস্তি।

বেশীর ভাগ তাফসীরকারকগণ এই আয়াতে ব্যবহৃত আরবী শব্দ 'লাহওয়াল হাদীস' বলতে 'গান'কে বুঝিয়েছেন। সাহাবাদের ভেতর উলামা, ফুকাহা এবং মুফাসসীরিন হিসেবে পরিচিত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা)- তিনজনই এই আয়াতকে বাদ্য-বাজনা হারাম হওয়ার দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী রাহ. বলেন, "উক্ত আয়াত গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যা বান্দাকে কুরআন থেকে গাফেল করে দেয়" ।আবু বকর (রা.) গানবাদ্যকে শয়তানের বাঁশি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অভিশপ্ত শয়তানকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

وَ اسۡتَفۡزِزۡ مَنِ اسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُمۡ بِصَوۡتِکَ وَ اَجۡلِبۡ عَلَیۡهِمۡ بِخَیۡلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شَارِکۡهُمۡ فِی الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَوۡلَادِ وَ عِدۡهُمۡ ؕ وَ مَا یَعِدُهُمُ الشَّیۡطٰنُ اِلَّا غُرُوۡرًا

"তোমার আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পার সত্যচ্যুত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে

শরীক হয়ে যাও ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।”

এই আয়াতে ‘আওয়াজ’ বলতে প্রলোভনমূলক আহ্বান অথবা গান-বাজনা ও রঙ-তামাশার মত আরো অন্যান্য শব্দকে বোঝানো হয়েছে।যেগুলোর মাধ্যমে শয়তান অধিকহারে লোকদেরকে ভ্রষ্ট করছে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে কিংবা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে আমাদের সন্তান যখন গান পরিবেশন করে কিংবা গানের তালে তালে নাচ দেখিয়ে সকলের মনোরঞ্জন করে, তখন আমাদের গর্বের শেষ থাকেনা। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল সাব্যস্ত করবে।”জি। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার/আপনার কথাই বলে গিয়েছিলেন চৌদ্দশ’ বছর আগে। আর আমাদের এতোটুকু লজ্জাবোধ নেই। আপনি উল্টো গর্ব বোধ করে অনেকে। এই গান বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র শোনার ফলে আমাদের ঈবাদাত এর স্বাদ হারিয়ে যায়। মোনাজাত এ এবং সালাত এ খুশু থাকে না। এ থেকে পরিত্রান পেতে হলে সর্বদা ঈমানের ইহতেমাম করা উচিত।

৫। বিদআত কে সহজ ভাবে এবং ফজিলতপূর্ণ করে সর্বসম্মুখে উপস্থাপন করা

বর্তমানে সহীহ আমলনের তুলনায় বিদআতী আমল অনেক বেশি চর্চা করা হয়। প্রচলিত কিছু বিদআত হলো: বুযুর্গ লোকদের কবরের উপর গৃহ ও গম্বুজ তৈরি করা, দরগাহ বা কবরের পাশে গরু ছাগল যবেহ করা ও খাবার বিতরণ করা, মৃত ব্যক্তির ইছালে ছাওয়াব এর উদ্দেশ্যে চারদিনা, চলিশদিনা ও বার্ষিকীর আয়োজন করা, ওরশ করা। এক মিনিট নিরবতা পালন করা, রাসূল (সা.)-এর নাম শুনলে চোখে বৃদ্ধাঙ্গুল বুলানো। মসজিদ বা মাজার দেখলে হিন্দুদের মত হাত মুখে ও কপালে লাগানো।ফরয নামাযের পর নিয়মিত সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা, সম্মিলিতভাবে সমস্বরে যিকির করা, আযানের আগে বা পরে জোরে জোরে রাসূল (সা.)-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করা, জানাযার নামায শেষে দাফনের পূর্বে মুনাজাত করা এবং মৃত ব্যক্তিটি

কেমন ছিল প্রশ্ন করা। নামায ও রোযার নিয়ত মুখে শব্দ করে উচ্চারণ করা, মৃতের কুলখানি ইত্যাদি।

এসব বিদআতী আমল সমাজে এতো বেশি ছড়িয়ে পড়েছে যে এগুলো যে ভয়াবহ গুনাহ এটা মানুষের ধারণারও বাহিরে। মূলত শয়তান এখানে মূল হোতা হসেবে কাজ করেছে। সে সমাজের চোখে এসব শোভনীয় করে উপস্থাপন করে মানুষকে এসব বিদআতী আমালে জড়িত রেখেছে।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন , হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে এমন কোন কিছু প্রবর্তন করে যা আমাদের ধর্ম বহির্ভূত, তবে সেই ব্যক্তি মরদুদ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের প্রতি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে সে আমার (উম্মত) নয়।

আবদুর রহমান ইবনে আমর সুলামী এবং হাজর ইবনে হাজর কেলাবী আরবায ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) এর সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে বললেন-আমরা আপনার দর্শনে পুণ্য লাভ এবং কিছু জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার খেদমত করতে আসছি।

হযরত আরবায বললেন-একদিন নবীজী ফজরের নামাযের পর আমাদেরকে এমনভাবে নসীহত করলেন যে, উহা শুনে আমাদের চোখ হতে অশ্রু প্রবাহিত হল এবং আল্লাহর ভয়ে অন্তর কাঁপতে লাগল। সাহাবাদের মধ্যে কেহ বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হয় এটা আপনার বিদায়ী নসীহত। আপনি আমাদেরকে আরও নসীহত করুন।

ইরশাদ করলেন-তোমাদেরকে আমি অছিয়ত করছি যে- আল্লাহকে ভয় করবে, নেতার নির্দেশ পালন করবে যদিও তোমাদের নেতা হাবশী গোলাম হয়। কারণ আমার পর তোমরা যারা জীবিত থাকবে তারা অধিক সংখ্যক মতবিরোধ দেখবে। তোমাদের উচিত আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা, হাত দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং দাঁত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে মযবুত করে রাখা। সাবধান! সাবধান!! নতুন

প্রতিষ্ঠিত কোন কিছু হতে দূরে থাকবে। কারণ প্রত্যেকটি নতুন প্রবর্তিত কিছু বেদআত এবং প্রত্যেকটি বেদআত গোমরাহী।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-'হাওযে কাউসারের নিকট আমি তোমাদের আমীরে মনযিল হব। নিশ্চয়ই কিছুসংখ্যক লোক সেদিকে আসবে। আমার নিকট পৌঁছার পূর্বেই তাদেরকে বাধা দান করা হবে। আমি বলিব-হে প্রভু! ইহারা তো আমার সাহাবা। আমাকে বলা হইবে-আপনি জানেন না, আপনার পর তাহারা কি কি নতুন কাজের (বেদআতের) প্রবর্তন করেছিল।

বিদআতের এসব ভয়াবহ দিক সম্পর্কে সকলকে সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে হবে। এবং আশেপাশের সবাইকে এই বিদআত এর ভয়াবহতা এবং শয়তানের ধোকা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। বক্তাদের ওয়াজ এ, জুমুআর খুতবায় এই প্রসঙ্গে বেশি বেশি আলোকপাত করা উচিত। তাহলে আল্লাহর অশেষ রহমতে জনসাধারণকে এই ভয়াবহ গুনাহের ব্যাপারে শয়তান ধোকায় ফেলতে পারবে না।

৬।পরস্পরের শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা

শয়তান মানুষের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে।

মহান আল্লাহ বলেন

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ,
اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ-

'শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও ছালাত হ'তে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?' (মায়েদাহ ৫/৯১)।

পরস্পরে ভাল আচরণ করতে হবে। অন্যথা এই দুর্বলতার সুযোগে শয়তান মানুষের মাঝে সংঘর্ষ বাধিয়ে চরম শত্রুতা সৃষ্টি করবে।

মহান আল্লাহ বলেন

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ,
عَدُوًّا مُبِينًا‘-

(হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের বল, তারা যেন (পরস্পরে) উত্তম কথা বলে। (কেননা) শয়তান সর্বদা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু’ (বনী ইসরাঈল ১৭/৫৩)।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ‘

যে আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে’

বুখারী হা/৬০১৮।

৭. পাপ ও অশ্লীলতাকে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করা

শয়তান মানুষের সামনে পাপ, অশালীন ও অশ্লীল কাজকর্মকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে। ফলে তাকে ভালকাজ মনে করে মানুষ আমল করে জাহান্নামী হয়ে যায়। শয়তানের এই ভাষাকে মহান আল্লাহ উল্লেখ করে বলেন

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ,
الْمُخْلَصِيْنَ‘ -

সে বলল, হে আমার পালনকর্তা। যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী করলে, সেহেতু আমিও পৃথিবীতে তাদের নিকট পাপকর্মকে শোভনীয় করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্য থেকে তোমার নির্বাচিত বান্দারা ব্যতীত’ (হিজর ১৫/৩৯-৪০)।

অন্যত্র এসেছে,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ-

'যখন শয়তান (বদরের দিন) কাফেরদের নিকট তাদের কাজগুলিকে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল, আজ তোমাদের উপর বিজয়ী হবার মত কোন লোক নেই। আর আমি তোমাদের সাথী আছি। কিন্তু যখন দু'দল মুখোমুখী হ'ল, তখন সে পিঠ ফিরে পালালো এবং বলল, আমি তোমাদের থেকে মুক্ত। আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখনি। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' *(আনফাল ৮/৪৮)*।

আয়াতের প্রেক্ষাপট হ'ল, বদর যুদ্ধের সময় শয়তান মুশরিকদেরকে বিজয়ের আশ্বাস দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের কার্যাবলীকে শোভনীয় করে দেখায়। কিন্তু যখন শয়তান ফেরেশতাদের দল তাদের বিপক্ষে দেখতে পায় তখন পলায়ন করে পিছু হটে যায়। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

'আল্লাহর কসম! আমরা তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকটে রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের মন্দ কর্মসমূহকে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল। সে আজ তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(নাহল ১৬/৬৩)*। এছাড়াও এব্যাপারে সূরা আন'আমের ৪৩, নামলের ২৪ এবং আনকাবুতের ৩৮নং আয়াতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৮. অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়া

শয়তান মানুষের মনের মাঝে কুমন্ত্রণা, প্ররোচনা, সংশয়-সংন্দেহ, অবিশ্বাস প্রবেশ করিয়ে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। মিথ্যা প্ররোচনার মাধ্যমে আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে জান্নাত থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনা পবিত্র কুরআনে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا, عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ' -

অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পর থেকে গোপন ছিল তা প্রকাশ করে দেবার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন কেবল এজন্যে যে, তাহ'লে তোমরা দু'জন ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা এখানে চিরস্থায়ী বসবাসকারী হয়ে যাবে' *(আ'রাফ ৭/২০)*।

অন্যত্র এসেছে,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى-

'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনদায়িনী বৃক্ষের কথা এবং এমন রাজত্বের কথা যা ক্ষয় হয় না? অতঃপর তারা উভয়ে উক্ত (নিষিদ্ধ) বৃক্ষ হ'তে (ফল) ভক্ষণ করল। ফলে তাদের সামনে তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। এভাবে আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করল এবং পথ হারাল' *(ত্বে-হা ২০/১২০-১২১)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ' -

তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং বলতে পারে, এ বস্ত কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্ত কে সৃষ্ট করেছে? এমনকি শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং সে যেন এমন চিন্তা থেকে বিরত হয়ে যায়'।

বুখারী হা/৩২৭৬; মুসলিম হা/১৩৪।

৯। সালাতে ওয়াসওয়াসা প্রদান

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ-

‘তোমাদের কারো কারো ছালাত আদায়কালে শয়তান আসে এবং ছালাতের বিষয়ে সন্দেহে ফেলে দেয়। ফলে সে বুঝতে পারে না কত রাক‘আত আদায় করল। তোমাদের কারো যদি এই রকম কিছু হয় তবে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় সে যেন দু’টি সিজদাহ করে দেয়’।[3]

১০. আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দেয়া

শয়তানের কাজ হ’ল আল্লাহর স্মরণ বা যিকির ভুলিয়ে দিয়ে বিপথগামী করা। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন

,وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ-

‘অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে (স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল যে, তুমি তোমার মনিবের কাছে (অর্থাৎ বাদশাহর কাছে) আমার বিষয়ে আলোচনা করবে (যাতে তিনি আমাকে মুক্তি দেন)। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে বলার বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়। ফলে তাকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়’ *(ইউসুফ ১২/৪২)*।

মূসা (আঃ) এক যুবককে নিয়ে খিজির (আঃ)-এর সাক্ষাতে বের হ’লেন। একটি মাছ ছিল তাদের গন্তব্যের চিহ্ন। মাছটি যেখানে জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাবে সেখানে সে সাক্ষাৎ পাবে বলে নির্দেশনা দেয়া ছিল। কিন্তু যুবক তা বলতে ভুলে যায়। মাছের বিষয়ে মূসা (আঃ) যুবককে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিল

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا‘ -

যুবক বলল, আপনি কি খেয়াল করে দেখেছেন যখন আমরা একটি প্রস্তর খন্ডে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, সেখানে আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে ওর কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। সে বিস্ময়করভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল (কাহাফ ১৮/৬৩; বুখারী হা/৭৪)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে লোক সকল! আমাকে কদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়ে আসলাম। কিন্তু দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে আমার নিকটে উপস্থিত হ'ল এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। তাই আমি তা ভুলে গেছি'।

১১/ আত্মমুগ্ধতা ও আত্মতৃপ্তি

নিজ রায়ের উপর অটল থাকা, নিজের মতকেই পছন্দ করা এবং সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ ধারণা করাই হল, আমিত্ব বা আত্মমুগ্ধতা। এ জিনিসও শয়তানী প্ররোচনার বিশাল বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অল্প আমলে তুষ্ট হওয়া, একটু বেশি আমল করে নিজেকে অনেক আমলদার মনে করা, ঈমান আমলে নিজেকে অন্যের থেকে বড় মনে করা এগুলোই আত্মমুগ্ধতার স্বরূপ। এগুলো মানুষকে একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। তাই সবসময় নেককারদের সুহবতে থাকতে হবে। আল্লাহর নেক বান্দাদের সংস্পর্শে থাকলে নিজের আমল নিয়ে কেউ কখনো তুষ্ট থাকতে পারবে না।

এমনিতেই মানুষের প্রকৃতি এই যে, সে চায়, তার কথা সর্বোচ্চ হোক, তার রায় গ্রহণযোগ্য হোক। বরং অনেক সময় আপনি তাকে বুঝিয়ে দেবেন, তার রায় ভুল হওয়ার ব্যাপারটা প্রমাণ ক'রে দেবেন, তবুও সে নিজ রায় থেকে টলতে চাইবে না; বরং তাতে অটল থাকার জন্য কোন না কোন বাহানা খুঁজে নেবে।

কখনো তো এমনও হয়ে থাকে যে, সে আপনার কথার সঠিকতা মেনে নেবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার কোন না কোন ওজর পেশ ক'রে দেবে।কখনো বলবে, 'হ্যাঁ, এই রায়টাও ঠিক আছে।' কোন দ্বীনী মাসআলা হলে বলবে, 'কিছু উলামা এই রায়কেও গ্রহণ করেছেন।'

আর এইভাবেই সে মতবিরোধে পড়ে থাকবে এবং হক গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে না। অথচ নবী আমিত্ব ও নিজের রায়ের উপর অটল থাকাকে ধ্বংস ও সর্বনাশিতার কারণ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

))ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شُحٌّ مُطَاع وهَوَى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ.((

"ধ্বংসকারী কর্মাবলী হল তিনটি; এমন কৃপণতা যার আনুগত্য করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার অনুসরণ করা হয় এবং মানুষের আত্মমুগ্ধতা।" (বায্যার ৬৪৯১, বাইহাকী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৩নং) অন্য এক হাদীসে নবী বলেছেন,

))لَو لَم تَكُونُوا تُذْنِبُونَ ، لَخَشِيت عَلَيْكُم مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ : الْعُجْب.((

"যদি তোমরা পাপ না করো, আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি এমন কিছুর, যা পাপ থেকেও বেশি ভয়ানক: আত্মমুগ্ধতা।" (বায্যার ৬৯৩৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭২৫৫ নং)

এর কারণ এই যে, পাপকে মানুষ নিজ দুর্বলতা ও নিজের কমতি জ্ঞান করে। আর তার ফলে মহান আল্লাহর কাছে সে তওবা-ইস্তিগফার ক'রে নেয়। পক্ষান্তরে আত্মমুগ্ধতা বা আমিত্বকে নিজ সদগুণ ও পরিপূর্ণতা ধারণা করে। আর তার ফলে নিজের সংশুদ্ধির প্রয়াস করে না।

মানুষ যদি আত্মমুগ্ধ হয়, তাহলে সে গর্ব ও অহমিকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

যার ফলে সে কোন উপদেষ্টার উপদেশকে গ্রাহ্য করে না। কারুনের সবচেয়ে বড় ভুল এটাই ছিল যে, সে নিজেকে বড় বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান ধারণা করত। এই জন্যই (উপদেশের পরেও) সে বলেছিল,

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ] { القصص : ٧٨{

'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।'

(মহান আল্লাহ বলেন,) সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। (ক্বাস্বাসঃ ৭৮)

শয়তানের কুমন্ত্রণা, আক্রমণ ও ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষার উপায়

শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার অসংখ্য রাস্তা বেছে নিয়েছে। প্রয়োজনে নব উদ্ভাবিত পন্থায় মানুষকে ধোঁকা দিতে সদা প্রস্তুত। আর মানুষেরও উচিত তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে কুরআন-সুন্নার যথাযথ অনুসরণ করার মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। ‘মুখতাছার যাদুল মা‘আদ’ গ্রন্থকার বলেন, শয়তানের সাথে জিহাদ দুই প্রকার : (১) যেসব সন্দেহের কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শয়তানের সেসব ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। (২) যেসব পাপ কাজের জন্য আসক্তি নিক্ষেপ করে তা প্রতিহত করতে জিহাদ করা। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ-

‘চাটাই বুননের মত ফিৎনা মানুষের অন্তরে এক এক করে (শয়তানের মাধ্যমে) পেশ করা হয়। যে অন্তর তা গ্রহণ করে নেয় সে অন্তরে একটি করে কালো দাগ দেওয়া হয়। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করে সে অন্তরে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়ে। এমনি করে অন্তরগুলো দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি উল্টানো কালো কলসির ন্যায় হয়ে যায়। প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা উপস্থাপন করে তা ব্যতীত ভাল-মন্দ কিছুই বুঝে না। আর অপরটি সাদা পাথরের ন্যায়; যতদিন আসমান ও যমীনের স্থায়ীত্ব ততদিন কোন ফিৎনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না’। [মুসলিম হা/১৪৪]]

শয়তান থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নিম্নে শয়তান থেকে বাঁচার জন্য কুরআন-সুন্নার আলোকে কিছু আমলের উল্লেখ করা হ'ল :

১। সূরা বাক্বারাহ পাঠ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

'তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলো কবরে পরিণত কর না। যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, অবশ্যই সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে'।[মুসলিম হা/৭৮০]]

২। ছাদাক্বা করা : কায়েস ইবনে আবি গারাযা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ البَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، '

হে ব্যবসায়ী সমাজ! ব্যবসা ক্ষেত্রে শয়তান ও পাপ এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরা ব্যবসায় (শয়তান ও পাপ মুক্ত করতে) ছাদাক্বা জড়িত কর'।[তিরমিযী হা/১২০৮]

৩। আয়াতুল কুরসী পাঠ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিতর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। আমি তিন রাত চোর আটক করলাম। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সে ২ রাতে ছুটে গেল। তৃতীয় রাতে সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব, যা দ্বারা তোমার উপকার হবে। আমি বললাম, সেগুলো কি? সে বলল, যখন তুমি ঘুমাতে যাবে তখন 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে। তাহ'লে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হয়। আর সকাল পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসতে পারে না। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা। তুমি কি জান সে কে? সে হ'ল চিরমিথ্যাবাদী কিন্তু তোমার সাথে সত্য বলেছে। সে হ'ল শয়তান'।[বুখারী হা/২৩১১]

৪। শয়তানের হাত থেকে বাঁচার যিকির : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ،'

যে লোক একশ'বার এ দো'আটি পড়বে, (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতা বান)। তাহ'লে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব হবে। তার জন্য ১০০টি ছওয়াব লিখা হবে একশটি গুনাহ মাফ করা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হ'তে নিরাপদ থাকবে'।[বুখারি হা/৩২৯৩]

■ শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে সকাল-সন্ধ্যার দো'আ : আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন,

مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، قَالَ: قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَك

'আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিন যেগুলো সকাল-সন্ধ্যায় আমি পড়তে পারব। তিনি বলেন, 'বল, 'আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরজি 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাত, রাববা কুল্লা শাইয়িন ওয়া মালিকিহী ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া শাররিশ শাইত্বান ওয়া শিরকিহী। 'তিনি বলেন, সকাল-সন্ধ্যা এবং যখন বিছানায় শুইতে যাবে তখন এটি পাঠ করবে'।[তিরমিযী হা/৩৩৯৩] সকাল-সন্ধ্যা দো'আটি পাঠ করলে শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ।

■ রাসূলের ﷺ পক্ষ থেকে হাসান-হুসাইনকে ঝাড়ফুঁক :

ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، يَقُولُ: أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ، قَالَ: وَكَانَ أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْحَاقَ-

'নবী করীম (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে ঝাড়ফুঁক করে বলতেন, আঊযুবি কালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিন ওয়া হা-ম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লা-ম্মাতি' এবং এই ঝাড়ফুঁক দ্বারা আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) ইসহাক ও ইসমাঈলকে ঝাড়ফুঁক করতেন।[বুখারী হা/৩৩৭১]

■ ঘুমের মাঝে ভয় পেলে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যদি ঘুমের মধ্যে ভয় পায় তবে যেন সে এই দো'আ পাঠ করে, তাহ'লে তার কোন অনিষ্ট হবে না'। أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ 'আঊযু বিকালিমা-তিল্লাহিত-তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহী ওয়া ইক্বা-বিহী ওয়া শার্রি 'ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীনি ওয়া আই ইয়াহযুরূন'।[তিরমিযী হা/৩৫২৮]]

■ গাধার ডাক শুনলে : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে কারণ সে ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার ডাক শুনলে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা সে শয়তান প্রত্যক্ষ করেছে'।[মুসলিম হা/২৭২৯]

■ জিন ও বদনযর হ'তে আশ্রয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হ'তে আশ্রয় চাইতেন। এরপর সূরা ফালাক্ব এবং নাস নাযিল হ'লে তিনি এ সূরা দু'টি গ্রহণ করেন এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করেন।[তিরমিযী হা/২০৫৮] বাচ্চাদেরকে বদনযর থেকে রক্ষা করতে উক্ত সূরা দু'টি পাঠ করা যরূরী।

■ পেশাব-পায়খানায় শয়তান থেকে আশ্রয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

‘এই সকল পায়খানার স্থানে সাধারণত শয়তানের উপস্থিতি থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন সে যেন বলে, আউযুবিল্লাহি মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ’। অর্থাৎ ‘আমি আল্লাহর নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শয়তানের খারাবী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।[আবূ দাঊদ হা/৬]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন সৌচাগারে যেতেন, তখন বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالخَبَائِثِ

‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-য়িছ’। অর্থ: হে আল্লাহ আমি স্ত্রী ও পুরুষ শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।[বুখারি হা/১৪২]

■ কুরআন তেলাওয়াতকালে : কুরআন তেলাওয়াতকালে শয়তান থেকে আশ্রয় নিতে মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

‘যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর, তখন (শুরুতে) বিতাড়িত শয়তান হ’তে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর’ (নাহল ১৬/৯৮)।

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে বেশী বেশী দো‘আ করতে হবে। যেমন :

اللهم اني اعوذبك من همزات الشياطين

‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীন’ (মুমিনূন ২৩/৯৭)।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ،

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রাতে সালাতে দাঁড়াতেন তখন সালাত শুরু করে বলতেন, ‘আমি অভিশপ্ত শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা, ঝাঁড়ফুঁক ও যাদুমন্ত্র হ’তে সর্বশ্রোতা ও সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।[তিরমিযী হা/২৪২]

উত্তম কথা বলে শত্রুকে বন্ধু বানানোর মাধ্যমে মানবীয় শয়তানকে প্রতিহত করা এবং তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা। মহান আল্লাহ বলেন

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ, حَمِيمٌ

‘ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ’তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে’ (হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)।

আবার জিন শয়তানের অনিষ্ট হ’তে বাঁচার পন্থা হিসাবে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (হামীম সাজদাহ ৪১/৩৬)।

তবে একথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ‘শয়তানকে কখনো গালি দেওয়া যাবে না। কারণ শয়তানকে গালি দিলে তার ক্ষমতা বেড়ে যায়। আবু মালিহা একজন ছাহাবী হ’তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে একই উটের পিঠে আরোহণ করলাম। এমন সময় উট লাফালাফি করতে থাকলে আমি বললাম, শয়তানের সর্বনাশ হোক। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: بِقُوَّتِي، وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ

‘তুমি বল না শয়তানের সর্বনাশ হোক! কেননা এরূপ বললে শয়তান অহংকারে ফুলে উঠে ঘরের সমান হয়ে যায় এবং বলতে থাকে আমি খুবই শক্তিমান। কিন্তু ‘বিসমিল্লাহ’

বল। কারণ যদি বিসমিল্লাহ বল তবে সে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে থাকে। এমনকি মাছির সমান হয়ে যায়'।[আবূ দাঊদ ৪৯৮২]

■ সহবাস কালে দো'আ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ،

'তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে 'আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বানা মা রাযাক্বতানা'। অতঃপর এ মিলনে যদি কোন সন্তান হয় তবে তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না'। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, 'শয়তান তাকে কখনো কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[বুখারি হা/১৪১]

■ বাড়ীতে প্রবেশকালে যিকির : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يُذْكَرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ

'কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করলে শয়তান তার সঙ্গীদের বলে, তোমাদের রাত্রি যাপন ও রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহারের ও শয্যাগ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেল'।[মুসলিম হা/৮১]

সুতরাং শয়তানকে প্রতিহত করার একটি বড় মাধ্যম হ'ল প্রতিটি কাজে আল্লাহকে স্মরণ করা। অন্যথা শয়তান তার সাথে অংশগ্রহণ করে।

■ তিলাওয়াতে সিজদাহ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদায় যায়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে পড়ে এবং বলতে থাকে হায়! আমার দুর্ভাগ্য! বনী আদম সিজদার জন্য আদিষ্ট হ'ল। তারপর সে

সিজদা করল এবং তার বিনিময়ে জান্নাত নির্ধারিত হ'ল। আর আমাকে সিজদার জন্য আদেশ করা হ'লে আমি তা অস্বীকার করলাম ফলে জাহান্নাম নির্ধারিত হ'ল।[মুসলিম হা/৮১]

■ জামা'আতে পায়ে পা মিলানো : জামা'আতে কাতারবদ্ধ হওয়ার সময় দু'জনের মাঝের ফাঁক বন্ধ করতে হবে। কারণ দু'জনের মাঝের ফাঁকে শয়তান দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ،

'কাতারের মাঝে শয়তানের জন্য জায়গা রেখ না'।[আবূ দাঊদ হা/৬৬৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন,

رُصُّوْا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَىْ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

'তোমরা কাতার সমূহে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে কাছে টেনে নিবে। তোমাদের ঘাড় সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখবে। আমি ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের ফাঁক সমূহে প্রবেশ করে কালো ভেড়ার বাচ্চার ন্যায়'।[আবূ দাঊদ ৬৬৭]

মানুষ যখন ইবাদত বা ভাল কাজে লিপ্ত হয় তখন হাই উঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ،

'হাই উঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যথাসাধ্য সে যেন তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। কারণ কেউ যদি হাই তোলে 'হা' বলে তবে শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে'।[বুখারী হা/৬২২৩]

অন্যত্র এসেছে,

إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ،

'তোমাদের কারো যদি হাই আসে তবে তার হাত দিয়ে যেন মুখ চেপে ধরে, কারণ শয়তান ভিতরে প্রবেশ করে'।[মুসলিম হা/২৯৯৫]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ،

'তোমরা খাদ্য ও পানপাত্র ঢেকে রাখো, মশকের মুখ বন্ধ করো, প্রদীপ নিভিয়ে দাও এবং শয়নকালে ঘরের দরজা বন্ধ রাখ। কারণ শয়তান বন্ধ মশক খুলতে পারে না, বন্ধ দরজা খুলতে পারে না, ঢেকে রাখা পাত্রও খুলতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি পাত্র ঢাকার কিছু না পায় তবে সে যেন তার উপর একটি কাঠি আড়াআড়িভাবে দিয়ে দেয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে। কারণ ইঁদুর মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দেয়'।[মুসলিম হা/২০১২]

■ খাবার পড়ে গেলে : খাবার সময় লোকমা পড়ে গেলে শয়তান তাতে অংশগ্রহণ করতে চায়। তাই ঐ খাবার তুলে খেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ-

'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের সকল ভাল কাজে উপস্থিত হয় এমনকি খাদ্য খাওয়ার সময়েও। অতএব তোমাদের হাতের লোকমা যদি পড়ে যায় তবে ময়লা পরিষ্কার করে তুলে নিবে। কারণ কেউ জানে না কোন খাদ্যে বরকত রয়েছে'।[মুসলিম হা/২০৩৩]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে

وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

'আর তা যেন শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে'।[মুসলিম হা/২০৩৪]

অতএব খাবার পড়ে গেলে শয়তানের খাবার থেকে প্রতিহত করতে চাইলে তুলে খেতে হবে। তবেই শয়তান ব্যর্থ হবে। তাছাড়াও শয়তানকে কষাঘাত করতে শিক্ষা দিয়েছেন

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। নাফে‘ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন ছালাত আদায় করতে তাশাহহুদে বসতেন তখন উভয় হাত উভয় হাঁটুর উপর রাখতেন এবং তার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তার দৃষ্টি থাকত ঐ আঙ্গুলের দিকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ

‘নিশ্চয়ই উহা লৌহ দন্ডের আঘাতের চেয়েও শয়তানের নিকট কঠিন আঘাত। অর্থাৎ শাহাদাত আঙ্গুল।[মুসনাদে আহমাদ হা/৬০০০]

■ আযান দ্বারা শয়তান তাড়ানো : আযানের আওয়াজ শুনলে শয়তান পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ،

‘যখন ছালাতের আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান আযানের শব্দ শুনে রাওহা নামক স্থান অতিক্রম করে। (রাওহা নামক স্থানটি মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত)।[মুসলিম হা/৩৮৮]]

■ বাড়ী থেকে বের হওয়ার যিকির : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ

‘যে ব্যক্তি বাড়ী হ’তে বের হওয়ার সময় বলে, বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু ‘আল্লাল্লা-হি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। তাকে তখন বলা হয়, (আল্লাহ তা‘আলাই) তোমার জন্য যথেষ্ট, (সকল অনিষ্ট হ’তে) তুমি হিফাযত অবলম্বন করেছ। আর তার নিকট হ’তে শয়তান দূরে সরে যায়’।[তিরমিযী হা/৩৪২৬]

শয়তান অন্যকে বলতে থাকে?كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ

‘ঐ ব্যক্তির সাথে কি করে পেরে উঠা সম্ভব, যাকে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে, যার জন্য প্রভু যথেষ্ট হয়েছেন এবং যাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে’।[আবূ দাঊদ হা/৫০৯৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ المَغْرِبِ بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ-

‘যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পর ১০ বার বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লী শাইয়িন কাদীর’ আল্লাহ তা‘আলা সকাল পর্যন্ত তাকে শয়তান হ’তে নিরাপত্তা দান করেন, তার জন্য অবশ্যম্ভাবী করার ন্যায় ১০টি পুণ্য লিখে দেন, তার ১০টি ধ্বংসাত্মক গুনাহ মুছে দেন, তার জন্য ১০টি ঈমানদার দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ ছওয়াব প্রদান করেন’।[তিরমিযী হা/৩৫৩৪]

■ রাগ বা ক্রোধ শয়তানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। কারণ সুলায়মান ইবনু সারদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে দু’ব্যক্তি মারামারি করতে উদ্যত হ’ল। তাদের একজনের ভয়ানক রাগে চেহারা লাল হয়ে গেল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি এমন একটি কালেমা জানি যা পাঠ করলে তার ক্রোধ চলে যাবে। আর তা হ’ল

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

‘আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।[মুসলিম হা/২৬১০]

তুচ্ছ অন্যায় করলেও শয়তান খুশি হয়। তাই সরাসরি শয়তানের অনুসরণ যেমন ত্যাগ করতে হবে তেমন ছোটখাট অন্যায়ও ত্যাগ করতে হবে। সুলায়মান ইবনে আহওয়াস (রহঃ) তার পিতার সূত্রে বর্ণণা করেন। তিনি বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি -

أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَيَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ،

জেনে রেখ! তোমাদের এই শহরে শয়তান নিজের জন্য ইবাদত পাওয়ার ব্যাপারে চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কতগুলো কাজ যা তোমরা তুচ্ছজ্ঞানে করতে গিয়ে শয়তানের আনুগত্য করো, ফলে তাতে সে খুশি হয়'।[45]

ছোটখাট অন্যায় করলেও যেহেতু শয়তান খুশি হয় সেহেতু সকল প্রকার অন্যায় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর হ'তে হবে। যেমন কঠোর ছিলেন ওমর (রাঃ)। আমাদেরও অন্যায়, অনাচার ও শয়তানী কর্মকান্ড থেকে এমন প্রতিবাদী ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেন শয়তান পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মনে রাখতে হবে শয়তানের যতই শক্তি, ক্ষমতা থাকুক না কেন মুমিনের একটা ছোট দো'আই তাকে ঘায়েল করতে যথেষ্ট। সুতরাং আমরা শয়তান থেকে বাঁচতে বেশী বেশী দো'আ করব এবং সৎকাজে মশগূল থাকব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে হেফাযত করুন- আমীন!

শয়তানের কৌশল বুঝে তা থেকে বাঁচার জন্য কিছু কর্মপদ্ধতি

শয়তান মানুষের চির শত্রু। মানুষ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষের প্রতি তার এ শত্রুতা ও অনিষ্টতা চলমান। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নানাভাবে সে মানুষকে ক্ষতি করে। ঈমান-আমল নষ্ট করার পাশাপাশি মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপনেও সমস্যা তৈরি করে।

আবার জাদু-টোনার মাধ্যমে কিছু বিভ্রান্ত মানুষ অন্যের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক ক্ষতি সাধনেও এই শয়তানকে ব্যবহার করে থাকে। তাই শয়তানের সামগ্রিক কুপ্রভাব থেকে বেঁচে থাকা আমাদের সবার জন্যই জরুরি। এখানে কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে বুজুর্গদের শয়তানের অনিষ্টতা থেকে রক্ষার ১০টি পন্থা তুলে ধরা হলো—

১/আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা

মানুষকে ক্ষতি করতে শয়তান সার্বক্ষণিক মুখিয়ে থাকে। তাই বৈধ যেকোনো কাজ ও ইবাদতের শুরুতে আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' (সুরা: আরাফ, আয়াত:২০০)

কোরআন ও হাদিসে বেশ কিছু জায়গার ক্ষেত্রে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে কোরআন তিলাওয়াতের শুরুতে, মসজিদে প্রবেশের আগে, স্ত্রী সহবাসের আগে, রাগ নিয়ন্ত্রণে, খারাপ স্বপ্ন দেখলে, পায়খানা-প্রস্রাবখানায় প্রবেশের সময়, ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, কাউকে বিদায় দিতে ও বদ নজর থেকে মুক্তি পেতে।

২। কোরআন তিলাওয়াত করা

কোরআন তিলাওয়াত শুনলে শয়তান পালিয়ে যায়।

যে ঘরে কোরআন তিলাওয়াত হয়, ওই ঘরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিশেষ করে সুরা বাকারা ও আয়াতুল কুরসি শয়তানের কুপ্রভাব থেকে ঘর ও ব্যক্তিকে রক্ষা করে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের ঘরবাড়িগুলো (আমলশূন্য রেখে) কবরে পরিণত কোরো না। অবশ্যই যে বাড়িতে সুরা বাকারা পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে।' (মুসলিম, হাদিস : ৭৮০)

আয়াতুল কুরসির ব্যাপারে নবীজি বলেন, 'তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন আয়াতুল কুরসি পড়বে।

তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।' (বুখারি, হাদিস : ২৩১১)

৩।ইবাদতে ইখলাস অবলম্বন করা

কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার আদেশ-নিষেধ যথাযথ পালন করার নাম ইখলাস। ইখলাস অবলম্বনকারীকে শয়তান প্ররোচিত করতে পারে না। পবিত্র কোরআনে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে শয়তানের প্রতিজ্ঞা এভাবে বিবৃত হয়েছে, 'সে (শয়তান) বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে

পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তাদের মধ্যে আপনার ইখলাস অবলম্বনকারী বান্দারা এর ব্যতিক্রম।' (সুরা: হিজর, আয়াত : ৩৯-৪০)

সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমল ও ইবাদতে ইখলাস অবলম্বন করতে হবে।

৪। ফজরের নামাজ আদায় করা

কষ্টসাধ্য ফজিলতপূর্ণ নামাজ হলো ফজর। রাত শেষে দিনের শুরুতে আল্লাহ তাআলার মহান এই হুকুম যে পালন করে সে শয়তানি প্রভাব থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকে। কারণ ফজরের নামাজের মাধ্যমে শয়তানকে দিনের শুরুতেই পরাজিত করে ফেলা হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঁট খুলে যায়, অজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়, অতঃপর সালাত আদায় করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিলচিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য নিয়ে।' (বুখারি, হাদিস : ১১৪২)

৫। যথাসম্ভব একাকী না থাকা

একাকী থাকা ব্যক্তিকে শয়তান নানাভাবে প্ররোচিত করতে পারে। তাই ইসলামে জামাতে নামাজ আদায়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিনজন লোকও অবস্থান করে অথচ তারা জামাত কায়েম করে নামাজ আদায় করে না, তাদের ওপর শয়তান সওয়ার হয়ে যায়। কাজেই জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ দলত্যাগী বকরিকে বাঘে ধরে খায়।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৫৪৭)

সফর অবস্থায় কমপক্ষে তিনজনের সংঘবদ্ধ থাকার কথা উল্লেখ করে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'একজন আরোহী হচ্ছে একটি শয়তান (শয়তানের মতো), দুজন আরোহী দুটি শয়তান, আর তিনজন আরোহী হচ্ছে কাফেলা।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৬৭৪)

৬। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে শয়তান তাদের কাছে আসতে পারে না। মানুষ যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে, তখন শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়। তাই সর্বদা তাসবিহ-তাহলিল পাঠ করার পাশাপাশি আল্লাহকে স্মরণ রাখার যেকোনো পন্থা অবলম্বন করা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎ পথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে তারা সৎ পথেই আছে।' (সুরা : জুখরুফ, আয়াত : ৩৬-৩৭)

৭। যথাসম্ভব হাই রোধ করা

হাই তুললে শয়তান হাসতে থাকে এবং মুখ দিয়ে মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে খুব সহজেই প্ররোচিত করে ফেলতে পারে। তাই শয়তানের প্ররোচনা ও কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পেতে হলে যথাসম্ভব হাই রোধ করতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হাই আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং কারো যখন হাই আসে, সে যেন তা প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। কারণ কেউ যদি হাই তুলে 'হা' বলে, তবে শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে।' (বুখারি, হাদিস : ৬২২৩)

অন্য হাদিসে এসেছে, 'তোমাদের কারো যদি হাই আসে, তবে তার হাত দিয়ে যেন মুখ চেপে ধরে। কারণ শয়তান ভেতরে প্রবেশ করে।' (মুসলিম, হাদিস : ২৯৯৫)

৮। ঘরে প্রবেশ ও প্রস্থানে আল্লাহর নাম নেওয়া

ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা। এতে শয়তান থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করলে শয়তান তার সঙ্গীদের বলে, 'তোমাদের রাত যাপন ও

রাতের আহারের কোনো ব্যবস্থা হলো না।' কিন্তু কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, 'তোমরা রাত যাপনের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহারের ও শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেল।' (মুসলিম, হাদিস : ২০১৮)

৯। বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাবার খাওয়া

যে খাবারে বিসমিল্লাহ পড়া হয় না সে খাবারে শয়তান অংশ নেয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যাতে 'বিসমিল্লাহ' বলা হয় না।' (মিশকাত, হাদিস : ৪১৬১)

শয়তান তার কাজকর্মে বাম হাতকে প্রাধান্য দেয় তাই পানাহারসহ যেকোনো বৈধ কাজে ডান হাত ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন নবীজি (সা.)। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার ডান হাত দ্বারা পানাহার করে এবং ডান হাত দ্বারা আদান-প্রদান করে। কেননা শয়তান বাম হাত দ্বারা পানাহার করে এবং বাম হাত দ্বারাই আদান-প্রদান করে।' (সিলসিলা সহিহাহ, হাদিস : ১২৩৬)

১০। রাত্রিকালীন করণীয় ও সচেতনতা

শয়তান রাতে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। শয়তানের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পেতে হলে রাত্রিকালীন কিছু করণীয় ও সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যখন রাতের আঁধার নেমে আসে অথবা যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের শিশুদের (বাইরে যাওয়া থেকে) আটকে রাখো। কারণ এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাদের ছেড়ে দাও এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করো। কারণ শয়তান বদ্ধদ্বার খুলতে পারে না। আর 'বিসমিল্লাহ' পড়ে তোমাদের মশকগুলোর (চামড়ার তৈরি পানির পাত্রবিশেষ) মুখ বন্ধ করো এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে তোমাদের পাত্রগুলোও ঢেকে রাখো। (ঢাকার কিছু না পেলে) কোনো কিছু আড়াআড়িভাবে হলেও পাত্রের ওপর রেখে দাও। (আর ঘুমানোর সময়) বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।' (বুখারি, হাদিস : ৫৬২৩)

আল্লাহ তায়ালা শয়তানের প্ররোচনা ও অনিষ্টতা থেকে আমাদের বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

শয়তানের মিথ্যে ভয় প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা

কেউ হারাম থেকে বাঁচার জন্য, আল্লাহর পথে আসার জন্য, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন।

হাদিসে এসেছে, "কেউ আল্লাহর দিকে আসার জন্য এক বিঘত অগ্রসর হলে তিনি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসেন। কেউ এক হাত আসলে তিনি দু'হাত এগিয়ে আসেন। কেউ আল্লাহর দিকে হেঁটে আসলে তিনি তার দিকে দৌড়ে যান।"

শুধুমাত্র আল্লাহর পথে আসার প্রথম পদক্ষেপটা আপনার থেকেই হতে হবে। দেখবেন আল্লাহর সাহায্য আপনার দিকে ধেয়ে আসছে।

আপনি শুধু একটু সাহস করে পা বাড়ান। একটু কষ্ট করে গুনাহ ছেড়ে দেন। গুনাহের সরঞ্জাম থেকে বেঁচে থাকুন। দেখবেন আপনার জন্য আল্লাহ অভূতপূর্ব ভাবে সব কিছু সহজ করে দিচ্ছেন।

যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেন তিনি তার জন্য সহজ করে দেন।

আপনি হয়তো ভাবছেন হারাম ইনকাম ছেড়ে দিলে না খেয়ে থাকতে হবে! ব্যবসায় লস হবে!

ঘুষ না খেলে গরীবি হালতে চলতে হবে। দ্বীন মেনে চললে ভালো জব পাওয়া যাবেনা!

ভাবছেন মোটা অংকের ব্যাংকের সুদী জবটা ছেড়ে দিলে চলব কি করব!

এই বয়সে দাঁড়ি রেখে দিলে, নিকাব করলে বিয়ের জন্য ভালো পাত্র-পাত্রী পাওয়া যাবে? দাঁড়ি ছেড়ে দিলে, পরিপূর্ণ পর্দা করলে কবে যেন আবার পুলিশ জঙ্গী(!) বলে ধরে নিয়ে যাবে!

এসব স্রেফ শয়তানের মিথ্যে ভয়।

শয়তান মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে রাখার জন্য রিযিকের ভয় দেখায়, ভয় দেখায় জুলুম-লাঞ্চনার! অথচ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তিনি তার বান্দাকে ধারণাতীত উৎস থেকে রিজিক দিবেন যদি বান্দা তার উপর ভরসা করে। তিনি তার জন্য চলার পথ সহজ করে দিবেন।

আপনার জন্য যা নির্ধারিত সেটা অবশ্যই আপনার হবে। তাহলে দুঃচিন্তা কিসের? দ্বীন মেনে চলতে কিসের এত ভয়? কিসের এত শংঙ্কা?

অথচ রাসূল বলেন, "নিশ্চয় কোন প্রাণী তার জন্য বরাদ্দ রিযিক ভোগ করে শেষ না করা পর্যন্ত কখনো মৃত্যুবরণ করবে না; যদিও তা পেতে দেরি হয়।

সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো, জীবিকা অনুসন্ধানে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, যা হালাল তা গ্রহণ করো আর যা হারাম হা বর্জন করো।"

(ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ২১৪৪, হাদিসটি সহিহ)

মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।

তাদের বৈশিষ্ট হলো, তারা সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করে। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৭০৫, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২২০)

শয়তানের বড় অস্ত্র : “ডিভাইস” যার প্রধান হাতিয়ার বর্তমান প্রজন্মের বাচ্চারা

আমাদের জেনারেশনের মায়েদের একটা কথা তো কমন: বাচ্চা কথা শোনে না। তাই তাকে ইন্টারনেট ঘাঁটতে দিতে হয়, ডিভাইস দিতে হয়, ইত্যাদি।

অথচ এই আমরাই, যখন করোনার জন্য কারফিউ দিলো, বাচ্চাদের মাসের পর মাস আটকে রাখা, দাওয়াতে না যাওয়া, মাস্ক পরানো, হাত ধোয়ানো- এই সব কিছু করেছি। অবশ্যই ওরা তখনো সেসব করতে চায়নি, ঘ্যান ঘ্যান করেছে। কিন্তু আমরা সেসব পাত্তা দেইনি। যেটা ঠিক সেটা করিয়ে ছেড়েছি।

কারণ?

আমাদের কাছে তাদের জীবনের ক্ষতি ম্যাটার করতো। আর ডিভাইসের ক্ষেত্রে পারিনা কারণ, তাদের ঈমানের ক্ষতি আমাদের কাছে ম্যাটার করে না। করলে এখানেও আমরা দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করতাম এবং সফলও হতাম! বাচ্চা কথা শোনেনা, খেতে চায় কী আর করা- এই বলে বিষ কিন্তু আমরা কেউ খেতে দিবো না! কিন্তু বাচ্চা জেদ করে তাই তাকে মনের আর ঈমানের বিষ ঠিকই আমরা দিয়ে দেই। কারণ আমাদের মন সেই বিষের বিষক্রিয়া নিয়ে চিন্তিত না। আমরা হয়তো "কনভিন্সড"ই না যে, ডিভাইস- এই যুগের হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা আমাদের সন্তানদের কোন গর্তে নিয়ে যাচ্ছে! ওরা মরে গেলে সেটা ক্ষতি। ওদের ঈমান আকিদার মৃত্যু আমাদের কাছে ক্ষতি না!

আমাদের নিজেদের বিশ্বাসের অবস্থা যখন এই, তখন আর ওদের থেকে আমরা কী আশা করবো!

স্কুলের বাচ্চারা ক্লাসের সময় চ্যাট করে। টিচার ডেকে ডেকে কখনো রেগে যান। কখনো হতাশ। আমি তো শুনে শুনেই রেগে যাই- টিচার ডাকছেন তাও খবর নাই! মাত্র বোঝানো অঙ্কটা নিয়ে একেকজন একেক বার এসে বলবে, Can you please repeat? কারণ তারা তখন বান্ধবীদের গ্রুপে চ্যাটে ব্যস্ত। চ্যাটে ব্যস্ত আরবি টিচার গ্রামার বুঝানোর সময়। ব্যস্ত ইংলিশ টিচার নাম ডেকে ডেকে রেগে যাওয়ার সময়।

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের সন্তানদের। কত সুন্দর আর দ্রুত চ্যাট করতে পারে!

শিক্ষার কথা বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলি আমরা। অথচ আমাদের জেনারেশনের বাবা মায়েদের এত এত ডিগ্রি নিয়েও না সন্তানকে পড়ানোর সময় আছে। আর না সময় আছে সন্তান পড়ছে কিনা আদৌ সেটা দেখার। শিক্ষিত তো আমাদের মা বাবারাও ছিলেন। চাকরিও তো করতেন। আমরা কিন্তু পড়তে বসতাম। এক আধ দিন ফাঁকি দিলে ধরাও পড়তাম। আমরা আমাদের মত করে দুষ্টামী করতাম। কিন্তু বাবা মায়েদের সময় ছিল আমাদেরকে দেখার। ছিল! আমাদের বাবা মায়েদের যুগেও পড়ালেখা হত। আদব কায়দা শেখানো হত। নিয়ম থাকতো একটা। তাঁদের মায়েরা এনসিউর করতেন যে সন্ধ্যাবেলা সন্তান পড়ছে!

এই যুগের বাচ্চাদের এই পরিণতির জন্য আমরাই দায়ী!

এভাবে অনলাইন ক্লাসের চেয়ে গত দুইটা বছর বাচ্চাদের বাসার মধ্যে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক অথবা আর কিছু না হলেও ঘর ঝাড়ু দেয়া শেখালেও ভালো ছিল। অন্তত একেকজন উচ্চমানের ডিভাইস ইঞ্জিনিয়ার তো হত না!

কিন্তু না। আমাদের তো আলোকিত পরবর্তী জেনারেশন চাই!

এখন সবাই সেই আলোর ঝলকানি সামলাই আর কী করব!

সন্তান আমাদের। কিন্তু ওদের দেখার সময় আমাদের নাই। শয়তান আমাদেরকে দুনিয়ার মোহে ডুবিয়ে রেখেছে তাই আমরা সন্তানদেরকে ডিভাইসের অন্ধকার জগতে ফেলে দুনিয়াবি ক্যারিয়ার গড়ছি। সন্তান ডিভাইস চায়, দিতে হয়। ক্লাসে অমনোযোগ ডিভাইসের জন্য। তাও যা খুশি করতে দিতে হয়!

এভাবে অনলাইন ক্লাসের চেয়ে গত দুইটা বছর বাচ্চাদের বাসার মধ্যে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক অথবা আর কিছু না হলেও ঘর ঝাড়ু দেয়া শেখালেও ভালো ছিল। অন্তত একেকজন উচ্চমানের ডিভাইস ইঞ্জিনিয়ার তো হত না! কিন্তু না। আমাদের তো আলোকিত পরবর্তী জেনারেশন চাই! এখন সবাই সেই আলোর ঝলকানি সামলাই আর কী করব!

দ্বীনের জন্য না হোক, অন্তত দুনিয়ার জন্য তো মানুষ সন্তানের খেয়াল রাখতো আগে! এসব করতে দিয়ে আর এভাবেই চলতে দিয়ে দ্বীন/দুনিয়া কোনটা বাচাচ্ছি আমরা?

এখন অনেক পরিস্থিতির কথা উঠে আসবে। সবার পরিস্থিতি তো এক না। সবাই বাচ্চাকে কন্ট্রোল করতে পারে না। সবার বাচ্চা কন্ট্রোল হয় না! সন্তানকে খারাপ থেকে দূরে রাখার একটা উপায় হলো প্রচুর ভালো দিয়ে ব্যস্ত রাখা।

আগে সৌদি তে দেখতাম হাই স্কুলের মেয়েরা সারাদিন স্কুল করে বিকেলে হিফয ক্লাসে আসছে। যাদের হিফয শেষ তারা হাদিস মুখস্থ করছে। হাদিস না করলে ফিকহের কোর্স করছে। অর্থাৎ কিছু না কিছু করছে। খুব বেশী পড়তে পারুক বা না পারুক, কিছু না কিছু করছেই। এখন বুঝি, সেসব হলো এই মেয়েগুলোকে ব্যস্ত রাখার মাধ্যম। ভালো কিছু নিয়ে ব্যস্ত রাখার। এমন কোর্স ছেলেদেরও আছে।

কেন বাবা মা এত কষ্ট করে সন্তানদের এই ব্যস্ততার মাঝে রাখেন? এই আশায় যে, ভালো কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে, খারাপ নিয়ে থাকার সময় পাবে না।

তো, এই বাচ্চারা বা উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা, দিন শেষে যেটুকু সময় পায়, সেটুকু কিন্তু পরিবারের সাথেই কেটে যায়। ডিভাইস এর দরকার পড়ে না। চ্যাট করতে চাওয়া বা বোরিং লাগার সময়ই নেই।

এই পদ্ধতিতে তারা এটাও বুঝতে পারে না যে তাদেরকে খারাপ থেকে বাঁচানো হচ্ছে। কারণ এটা-ওটা "করো না" বলা লাগে না। এটা-ওটা চাওয়ার সময়ই তো নেই তাদের যে মানা করা লাগবে!

শুধু এই যাত্রায় বাবা মায়ের অনেকটা লেগে থাকা, অনেকটা কষ্ট করা, অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা থাকা লাগবে। শয়তানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সন্তানকে যা খুশী করতে ছেড়ে দেয়া এর চেয়ে সহজ তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য, সত্যিই কি সহজ? যা খুশী করে বড় হওয়া সন্তানের ভার দুনিয়াতে ও আখিরাতে বহন করা বড়ই কষ্টের। বড় কঠিন! এর চেয়ে কিন্তু সময় থাকতে সন্তানকে মুসলিম হিসেবে বড় করা অনেক, অনেক সহজ! হ্যাঁ। এই পরিস্থিতি তো আল্লাহই ভালো জানেন। সন্তান নামক আমানতের কী করলাম এই হিসাব ও আল্লাহকেই দিতে হবে।

আমরা নিশ্চিত জানি তো, যে তখন আমরা পরিস্থিতির কথা বলে পার পাবো? জানলে তো হয়েই গেল। আর যদি জানি নিজেদের গাফিলতি/ ঔদাসীন্য আছে, তাহলে চলুন, মুসলিম বাবা মা হই। যেই বাবা মা সন্তানের দ্বীন হেফাজত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে!

নিজেদের আরামের জন্য ওদেরকে ডিভাইস নামক অভিশাপের হাতে একা ছেড়ে দেয়া স্বার্থপর বাবা মা না হই!

“নেক সুরতে শয়তানের ধোকা”

প্রায় প্রত্যেকটি হারাম কাজেরই অনেকগুলো দরজা আছে। এর অন্যতম একটি দরজা হলো, হালাল দরজা। কাজটি আপাত দৃষ্টিতে সাওয়াবের মনে হবে। অপ্রতিরোধ্য যুক্তির অভাব হবে না আপনার কাছে। হয়ত এর স্বপক্ষে দলীল প্রমাণও পেয়ে যাবেন। এভাবে

আপনি সেই দরজাটি যখন খুলে দেবেন, ধীরে ধীরে হারামের জগতে প্রবেশ করতে শুরু করবেন।

শয়তান আমাদের মতো অস্থির প্রবণ নয়। সে অনেক ধৈর্যশীল, চাটুকার জীন। প্রতিটি কদম সে হিসেব করে ফেলে। তবে প্রত্যেক চক্রান্তেই একটি অপরিবর্তনীয় নীতি অনুসরণ করে সে। আর তা হলো ইস্তিদরাজ; সহজ বাংলায় যাকে বলে, 'ধীরে ধীরে পাকড়াও করা'। মাঝে মাঝে শয়তান আমাদের সওয়াবের কাজও করায় এবং সঠিক পথও দেখায়, যদি সেখানে তার কোন স্বার্থ থাকে! কারণ লাভ ক্ষতির হিসেবটা সে খুব ভাল বুঝে! আদম সন্তানকে কেবলমাত্র গুনাহ করানোই তার উদ্দেশ্য নয়! বরং মাঝে মাঝে যদি গুনাহ না করাতে পারে, তখন তার চেষ্টা থাকে সওয়াব কম করানো! সেক্ষেত্রে সে পুন্যের সুরত ধরে, নিজেই পরহেজগার সেজে এসে চরম ধোঁকা দেয়!

দেখুন নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকা কেমন হয়ঃ

একবার হযরত উমর(রাঃ) গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আছেন। এমন সময় হঠাৎ এক বৃদ্ধ লোক এসে ডাক দিয়ে বলেন, "হে উমর ! তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জেগে উঠ। ফজরের নামাযের সময় পার হয়ে যাচ্ছে!" হযরত উমর (রাঃ) জানতে চাইলেন, "তুমি কে? বৃদ্ধ বেশ ধারী শয়তান উত্তর দিলো, "আমি শয়তান!" তখন হযরত উমর(রাঃ) বললেনঃ "আচ্ছা! তোমার কাজকর্ম তো মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নামায কাযা করানো। আর তুমি কিনা আমাকে নামাযের জন্য ডাকছো! ঘটনার হেতু কি?"

■বৃদ্ধ বেশধারী শয়তান উত্তর দেয়ঃ "উমর! অনেক দিন চেষ্টা করে গতকাল তোমাকে ফজরের নামায কাযা করাতে সক্ষম হই। কিন্তু তুমি ঘুম থেকে উঠে নামায পড়ে যে কান্নাকাটি করে আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা চেয়েছ, তাতে আল্লাহ্ তোমার নামায কবুল করে তোমাকে আরো দশগুণ সওয়াব বেশি দিয়েছেন! কিন্তু আমি চাই না, তুমি দশগুন সওয়াব পাও! আগে যা পাচ্ছিলে তাই ভালো! এজন্যই তোমাকে ফজরের নামাযের জন্য ডেকেছি।"–[বুখারী]

●● নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকার আরেকটা ঘটনা!এক লোক একবার অনেক ভোরে মসজিদে যাচ্ছিলেন। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি রাস্তার একধার দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ আচমকা ধাক্কা খেয়ে পরে গেলেন। বাসায় এসে তিনি আবার পোশাক পরিবর্তন করে বের হলেন। আবার একই ঘটনা ঘটলো। আবার তিনি বাসায় এসে পোশাক পরিবর্তন করে মসজিদের দিকে রওনা দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় এক লোক ছাতা হাতে এসে বলল, "চলুন আপনাকে এগিয়ে দেই! অপরিচিত লোক দেখে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে বলেঃ "আমি শয়তান! আমিই বার বার আপনাকে ফেলে দিচ্ছিলাম, কিন্তু তার পরেও আপনাকে মসজিদে যাওয়া থেকে কোন ভাবেই বিরত রাখতে পারিনি। আর এর ফলে আল্লাহ তা'আলা প্রতিবারেই আপনাকে কয়েকগুণ সওয়াব বাড়িয়ে দিয়েছেন! চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি!"

■■ হ্যা! ভাই এবং বোনেরা! এটাই শয়তান! সে যখন সরাসরি পথভ্রষ্ট বাঁ গুনাহ করাতে পারবে না, তখন সে চেষ্টা করবে, বেশি নেকির বদলে কম নেকী পাওয়াতে!

●● সে যদি হজরত উমর(রাঃ) এর মত কঠোর ব্যক্তিত্ব কেও ধোঁকা দেবার চেষ্টাও না ছাড়ে, সেখানে আমাকে বা আপনাকে ধোঁকা দেওয়া তো তার জন্য ওয়ান টু এর ব্যাপার!

■■ আপনার সাথে কি এমন হয় যে,-"অনেক সময় দেখবেন, ইউটিউবে কোন ওয়াজ দেখতে বা ইসলামিক লেকচার শুনতে এতই এতই ভাল লাগে যে, হয়ত আযান হয়ে যাচ্ছে, কিন্ত মসজিদে যেতে ইচ্ছে করছে না! চিন্তা আসে যে, পরে বাসাতেই নামায পড়ে নিব। ওয়াজটা দেখা শেষ করি!

"কিংবা অনেক সময় কুরআন তিলাওয়াত করলে দেখবেন এতটাই মজে গিয়েছেন, যে আজান হচ্ছে এবং নামাযের ওয়াক্ত প্রায় পার হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু আপনি সেই কুরআনই পড়ে যাচ্ছেন! আসলে এবার কুরআন তিলাওয়াতের সময় শয়তান আপনাকে জ্বালানো ছেড়ে দিয়েছে! কারণ কুরআন তিলাওয়াত নফল ইবাদাত, আর সালাত আদায় করা ফরয। সুতরাং ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদত করানো!

"আবার অনেক সময় বাস্তবে কিংবা ফেসবুকে দাওয়াত দিতে আপনার এতই ভাল লাগবে এবং আগ্রহ আসবে যে, নিজের ইলম অর্জনের বিষয়ে বেখায়াল হয়ে যাবেন! অনেক সময় প্রসিদ্ধতার আকাঙ্খাও চলে আসে!"

●● এভাবে শয়তান কাঁটা দিয়ে কাটা তোলার খেলাটা খুব সুন্দর ভাবেই পারে! যেমনঃ একজন পরহেজগার ছেলেকে প্রথমেই হুট করে সে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। শয়তান খুব ধৈর্য্যশীল! প্রথমে একটু শয়তানি ঢুকাবে, তারপর আরেকটু, তারপর আরেকটূ! এইভাবে সম্পূর্ণ চরিত্র নষ্ট না করা পর্যন্ত তার শয়তানি চলতেই থাকবে! আর পরহেজগার কাউকে ঘায়েল করার জন্য সে সেই পরহেজগারিতাকেই হাতিয়ার বানাবে!

■■ যেমনঃএকজন পরহেজগার ছেলে, হয়তো সে এখনও ঈমানে সম্পূর্ণ প্রবেশ করেনি, কিন্তু চেষ্টারত আছে। শয়তান তো বুঝে গেছে এর ঈমান একেবারে নষ্ট করা যাবে না। শয়তান তখন তাকে ঘায়েল করতে কি হাতিয়ার ইউজ করবে? যুবকদের ফিতনায় ফেলতে তার বড় দুইটি অস্ত্র নারী ও মিউজিক। হাতিয়ার হিসেবে এই দু'টাই যথেষ্ট!

■▪শয়তান তাকে প্রথমেই কোন মেয়েকে পছন্দ করাবে, তারপর যখন সেই ছেলের মনে হবে এটা পাপ হচ্ছে, আমি নামায কালাম পড়ি, তখন শয়তান এসে মনকে বলবেঃ-"আরে নামায পড়ছো তো কি হয়েছে? গার্লফ্রেন্ড থাকতেই পারে। গার্লফ্রেন্ডকেও দ্বীনের দাওয়াত দাও এবং সাথে দিলেরও! একটা মেয়ে তোমার প্রভাবে যদি দ্বীনের পথে আসে ক্ষতি কী? বরং এটা পূন্যের কাজ!"
"আর একাকটু গান শুনলে কিছু হয় না! তুমি তো আর সব সময় শুনছ না! আচ্ছা! মিউজিক ছাড়াই শোনো। তারপর আসতে আসতে মিউজিক সহ শুনিয়ে ছাড়বে!"

●▪কিংবা একজন সাধারণ পরহেজগার মেয়েদেরকে এভবে ওয়াসওয়াসা দিবেঃ "আল্লাহ কত সৌন্দর্য দিয়েছেন তোমাকে! আর তা তুমি ঢেকে রাখছ! তাছাড়া, সাজগোজ তো হিজাব করেও করা যায় নাকি ? হিজাব করেও পহেলা বৈশাখ, ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করা যায়। মন পরিষ্কার তো সব পরিষ্কার!"

“চুলটা ঢাকা থাকলেই হবে। যখন এতটাই পর্দা পালন করতে চাইছো, মাথায় একটা হিজাব জড়িয়ে নাও! দ্যাটস এনাফ! তাছাড়া মুখ ঢাকা ফরয নয়! দেখেছো না, কুরআনে বলেছে, স্বাভাবিক দৃশ্যমান সৌন্দর্যটা প্রকাশ করা যাবে? হিজাব করে লিপস্টিক এবং ফেইস পাউডারও দেওয়া যাবে!”

●▪কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের ব্যাপারে, শয়তানের কুমন্ত্রনা গুলো হচ্ছে এমনঃ “হিজাব ও পর্দা করে ফ্রিমিক্সিং পরিবেশে নারী পুরুষ কাধে কাধ মিলিয়ে চাকরি করা যায়, কতজনই তো করছে। তুমি শিক্ষিত মেয়ে! শুধুমাত্র গৃহিনী হতেই কি পড়াশোনা করেছ? তাছাড়া তোমাকে সমানে সমান হতে হবে! এরা ইসলামের নামে তোমাকে গৃহবন্দী করে রাখতে চায়! খাদিজা(রাঃ) কি ব্যবসা করেননি?” অথচঃ এসব শয়তান ও তার অনুসারী দের ধোঁকায় পড়ে আমাদের বোনেরা এটাই ভুলে যায় যে, খাদিজা (রাঃ)ঘরে থেকেই ব্যবসা করেছিলেন এবং তা শুধুমাত্র বিনিয়োগ করে, ঘরে বসে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন।

আর ইসলাম নারী-পুরুষের সমানাধিকার দেয় নি এবং চায়ও নি! কোথাও কোথাও পুরুষকে কিছূ বেশি দিয়েছে কোথাও কোথাও আবার নারীকেও। আল্লাহ তা'আলা জানেন, কে কোনটার উপযুক্ত। নারীর যেমন আলাদা মর্যাদা, পুরুষেরও তেমনই আলাদা মর্যাদা। জোর করে যেমন পুনারী নারিত্বের গুণেই সেরা, আর পুরুষের পুরুষত্ব তার পরিচয়। নারীকে মহান আল্লাহ তা'আলা আলাদা সম্মান দিয়েছেন। মা হিসেবে তার মর্যাদা বাবার তিনগুণ। স্ত্রীর সার্টিফিকেটই স্বামীকে যোগ্য স্বামী হিসেবে প্রমাণ করে। কন্যা সন্তান জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। অন্যদিকে পুরুষ নারীর পরিচালক।পুরুষের হাতেই থাকবে খিলাফত, ইমামত ও কর্তৃত্ব। “কিন্তু শয়তান আমাদের দ্বীনি বোনদের ঈমানের সামান্য দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তাকে ফেমিনিজম আদর্শ ধারণ করিয়ে ছাড়ে!”

●▪ভার্চুয়ালি শয়তানি ধোঁকা গুলো এমন যে, “ফেসবুকে অকারণেই গাইরে মাহরাম এর সাথে অকারণ চ্যাটিং এর সময়, আরে চেহারা তো দেখতে পাচ্ছো না! কথা তো বলাই যায়! হুজুর টাইপ ছেলেদের কে শয়তান

নিকাবী ও বোরকাওয়ালা দ্বীনি বোন দ্বারা এবং হুজুরনী দেরকে দাড়িওয়ালা নুরানী দ্বীনি ভাই এর দ্বারা ক্রাশ খাওয়াবে!”

●▪পবিত্র রমযান মাসে ফ্রি মিক্সিং ইফতার পার্টি বড় রকমের নেক সুরতে শয়তানি ধোঁকা। শুধুমাত্র ইফতারই তো! ইফতারের মত এতো মর্যাদা! অথচ এসব পার্টিতে মারাত্মকভাবে পর্দা লংঘন হয়! শারীরিক, মৌখিক ও পাশাপাশি বসার। গাইরে মাহরাম চেহারা দেখে, কথা বার্তা হয় এবং পাশাপাশি সামান্য দূরত্বে বসা হয়- এই বিষয়গুলো শয়তান ভুলিয়ে দেয়! কারণ সে সেখন দ্বীনি লেবাসে এসব করছে!

●● মূলত শয়তান যখন দেখবে আপনাকে স্বাভাবিক কোন ব্যাপারে ধোঁকা দিতে পারছে না! তখন সে এমন ভাবে ব্যাপারটা উপস্থাপন করবে যে, আপনার কাছে তা অনেক পূন্যের কাজ মনে হবে যে, আরে ! আসলেই তো আমি তো ভাল কাজই করছি! ইসলাম এত কঠোর নয়! অথচ এখানেই শয়তানের সফলতা! ব্রেইন ওয়াশ সম্পন্ন! এবার সে আস্তে আস্তে আপনার মধ্যে পুরো শয়তানিটা ঢুকিয়ে আপনাকেও শয়তান করে ছাড়বে!! প্রথমে একটু, তারপর আরেকটু এভাবেই সম্পূর্ণ ভাবে আপনার চরিত্র নষ্ট করার শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে তার ধোঁকা চলতেই থাকবে!

■■ নেক সুরতে শয়তানি ধোঁকার আরো কিছু যথাযোগ্য উদাহরণ হলোঃ বিয়ের উদ্দেশ্যে প্রেম করাঃ ওয়াসা দেয় এভাবে যে, “আরে তোমরা তো বিয়ে করবা! এর আগে একটু পরস্পরকে চেনা জানা করে নিবা না? সারাজীবন একসাথে থাকার জন্যই এটা প্রয়োজন!” কিংবা, “তোমাদের প্রেম তো খারাপ না! অপবিত্র না! তোমরা তো শুধু কথা বলো আর ম্যাসেজিং করো। দেখা তোআর করো না! তাই কোন গুনাহ নেই!”

কিংবা “গার্লফ্রেন্ডকে পর্দা করার দাওয়াত দিবা/ বয়ফ্রেন্ডকে সালাতের দাওয়াত দিবা। এতে দোষ কী? আল্লাহর পথেই তো ডাকছো!”

“মন পরিষ্কার তো সব পরিষ্কার! মন পরিষ্কার থাকলে পোশাক গুরুতপূর্ণ নয়!” “আল্লাহ ক্ষমাশীল! এখন পাপ করে নাও, পরে তাওবা করে নিও।” আবার পাপ করার

পর যখন বান্দা তওবা করতে যায়, তখন শয়তান বলবে, “পাপ করে কোন মুখে আল্লাহর কাছে মাফ চাও?”

“ছেলে ক্লাসমেটরা ভাই এর মত! মেয়ে ক্লাসমেটরা বোনের মত! নিয়ত ঠিক থাকলে অবশ্যই বন্ধুত্ব সম্ভব ইত্যাদি!” এসব কারণেই এখন দেখা যায় পাঞ্জাবি পরা দাড়িওয়ালা ভাইয়েরা এবং বোরকা পরা বোনরাও আজকাল ফ্রিমিক্সিং এ ইনভলভড! ভালোয় ধোঁকা খেয়েছে!
“খিলাফাত কে ভুলিয়ে দিয়ে ইসলামী গণতন্ত্র নামের জোকস এর বিধান চালু করা!”

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা থেকে পরিত্রাণের উপায়

দ্বীনের পথে চলতে হলে খুবই সাবধানে পা ফেলতে হবে। সকল কাজের আগে নিয়ত কে যাচাই করর নিতে হবে, আল্লাহ কে রাজি খুশি করছি নাকি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে রিয়া হয়ে যাচ্ছে। হয়ত আপনি সদ্য দ্বীনের পথে চলতে শুরু করেছেন। অতীতের অনেক জাহেলিয়াতি ছেড়ে এসেছেন। এখন শয়তান জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, যে আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে নিজের সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু চেষ্টা করবে!

■▪বিসমিল্লাহ বলে মদ খেলেও তা যেমন হারাম! হারাম পথে অবৈধ উপার্জন করে সে অর্থ হালাল কাজে দান করলেও যেমন কোন সওয়াব নেই, তাই উপার্জনই হারাম! তেমনি ভাবে শয়তানের সুরত বা বেশ যতই নেক হোক না কেন, শয়তান তো শয়তান ই! একটু বুদ্ধি প্রয়োগ করুন, আপনি আসলেই কী করতে যাচ্ছেন, তাকে শরীয়াহ এর ফিল্টারে ফেলে যাচাই করুন।

■▪এই শয়তান আমাদেরকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে কিন্তু পুরো পলটি খেয়ে যাবে! আল্লাহ তা’আলা সেই চিত্র আগেই আমাদের সামনে ফাঁস করে দিয়েছেন, যাতে আমরা সতর্ক হই। যেমনঃ শয়তান সেদিন বলবে,

قَالَ الشَّيۡطٰنُ لَمَّا قُضِیَ الۡاَمۡرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمۡ وَعۡدَ الۡحَقِّ وَ وَعَدۡتُّكُمۡ فَاَخۡلَفۡتُكُمۡ ؕ وَ مَا كَانَ لِیَ عَلَیۡكُمۡ مِّنۡ سُلۡطٰنٍ اِلَّاۤ اَنۡ دَعَوۡتُكُمۡ فَاسۡتَجَبۡتُمۡ لِیۡ ۚ فَلَا تَلُوۡمُوۡنِیۡ وَ لُوۡمُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ مَاۤ

اَنَا بِمُصۡرِخِكُمۡ وَ مَاۤ اَنۡتُمۡ بِمُصۡرِخِیَّ ؕ اِنِّیۡ كَفَرۡتُ بِمَاۤ اَشۡرَكۡتُمُوۡنِ مِنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِیۡنَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন ও আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এতটুকুই যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্'র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

—-[সূরা ইব্রাহীমঃ ২২]

■▪শয়তান মানুষের চিরশত্রু। মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানুষ এবং শয়তানের মধ্যে এই শত্রুতা চলে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّهٗ لَكُمۡ عَدُوٌّ مُّبِیۡنٌ

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

[সূরা বাকারাহঃ ১৬৮]

■▪সুতরাং আমরা যেন শয়তানের নেক সুরত দেখে তার ধোঁকায় না পড়ি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক এবং পরিপূর্ণ ভাবে জানার, বোঝার এবং মেনে চলার তাওফীক দান করুন এবং শয়তানের সকল ধরণের শয়তানি, কুমন্ত্রণা, ধোঁকা ও অসওয়াসা থেকে হিফাযত করুন এবং আমাদের সবাইকে ক্ষমা ও কবুল করুন

"ডিপ্রেশন: বিষন্নতা" শয়তানের একটি চোরাই ফাঁদ

শয়তান মানুষকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দিয়ে বিষন্নতায় ফেলে দেয়। বিষণ্ণতা মনের কাজ করার ইচ্ছা শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে অকেজো বানিয়ে দেয়। বিষণ্ণতা মানুষকে

কাজ করতে বাধ্য না করে বরং কাজ না করতে বাধ্য করে। দুঃখবোধ করে আত্মার কোন লাভ হয় না। শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো ইবাদতগুজার ব্যক্তিকে বিষণ্ন করে দেয়া, যাতে সে ক্রমাগত ইবাদত না করতে পারে।মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَا النَّجۡوٰی مِنَ الشَّیۡطٰنِ لِیَحۡزُنَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ لَیۡسَ بِضَآرِّهِمۡ شَیۡـًٔا اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَ عَلَی اللّٰهِ فَلۡیَتَوَکَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ

"মু'মিনদেরকে বিষণ্ন করার জন্য শয়তানের পক্ষ থেকে গোপন পরামর্শ বা চক্রান্ত করা হয়ে থাকে।আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। অতএব আল্লাহরই ওপর মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।(৫৮-সূরা আল মুজাদালা: আয়াত-১০)

মুমিন বান্দাদের কখনো ই ডিপ্রেশনে ভোগা উচিত না। সকল কঠিন পরিস্থিতিতে শয়তান সর্বপ্রথম আমাদের মাথায় এটা এনে দেয় যে "সব কিছু শেষ হয়ে গেলো,এ থেকে বের হওয়ার কোনো পথ ই খোলা নেই"

অনেকে অনেক কঠিন পরিস্থিতিতে কিছু কুফরী বক্যও উচ্চারণ করর ফেলে। অথচ ইসলামি শরীয়ত মেনে চললে রাসূল ﷺ এর দেখানো পথে চললে যে কোন কঠিন পরিস্থিতি আল্লাহর ইচ্ছেয় সহজেই মোকাবেলা করা যায়।

★মানসিক হতাশায় ভোগছেন!!

আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করা মানসিক হতাশা ও অশান্তি থেকে মুক্ত থাকতে মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের বিকল্প নেই। কেননা তিনিই বলেছেন-

وَ مَنۡ یَّتَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسۡبُهٗ ؕ

'যে মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' (সুরা তালাক : আয়াত ৩)

★অনেক চেষ্টা করেও মন কে স্থির করতে পারছেন না??

কোরআন তেলাওয়াতে মানুষের মনের স্থির হয়। মানসিক বিষন্নতা কমে যায়। কোরআন মানুষের জন্য মানসিকসহ অনেক রোগের সুচিকিৎসা এবং রহমত। আল্লাহ তাআলা বলেন

‘আমি কোরআনে এমন বিষয় নাজিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। ’ (সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৮২)

★আল্লাহ যদি তা'আলা যদি আপনাকে কোনো কষ্ট দান করেন তবে তিনি ছাড়া তা দূর করবে এমন কেউ নেই যিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। তিনি যদি আপনাকে কল্যাণ,অনুগ্রহ করতে চান তাহলে তা আটকাবার শক্তি কারো নেই। এটা আল্লাহর ওয়াদা। কুরআন কারীম খুলেই দেখুন সূরা আনআম, আয়াত একশো সতেরো।।

وَ اِنۡ یَّمۡسَسۡکَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ اِنۡ یَّمۡسَسۡکَ بِخَیۡرٍ فَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ

আর যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশদান করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ করেন, তাহলে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান

★শুধু রব্বের জন্য, রব্বের থেকেই সকল প্রতিদান পাওয়ার আশায় এক জীবন পার করার চেষ্টা করলে কেমন হয়?

★মানুষের কাছে সম্মান খুঁজতে কতো কসরত, চেষ্টা কিংবা ছলাকলার আশ্রয় নিতে হয়। আরশের মালিকের কাছে সম্মান পাওয়া যায় কেবল আনুগত্যে, পূর্ণ সমর্পনে। আনুগত্য ছাড়া আসমানী সেই সম্মান খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

★ দুঃখগুলো পরশপাথরের মতো । মন ভেঙেচুড়ে দিলেও ফের গড়তেও শেখায়, দুহাত তুলে চাইতে শেখায়, রব্বের কাছে কাঁদতে শেখায়। এই পরশ পাথর আগলে রাখবেন কিন্তু!

★ রাতের শেষ প্রহর। ওম জড়ানো চাদরটা তুলে কাঁপুনি তুলে অযুর পানিতে পরিশুদ্ধ হয়ে জায়নামাযে দাঁড়িয়েছেন। ততোক্ষনে প্রথম আসমানে পুরো জাহানের একমাত্র ক্ষমতাধর অস্তিত্ব নেমে এসেছেন। তার বান্দার দিকে তাঁকিয়ে হাসছেন, আজ তার সবকথা শোনা হবে। ভেবে গায়ে কাঁটা দেয় না?

নিজেকে ডিপ্রেশন নামক এই বেড়াজাল থেকে টেনে তোলা খুব সহজ। শুধু মাত্র নিজের রব্ব ﷻ এর উপর তাওয়াক্কুল রাখতে হয়। আপনার অন্তরের হালত সম্পর্কে আর কেউ না জানুক , আপনার মহান রব সম্পূর্ন ওয়াকিফ আছেন আপনার পরিস্থিতি সম্পর্কে। খুব শীগ্রই তিনি আপনার হৃদয় কে অশেষ নিয়ামাহ দিয়ে পরিপূর্ন করে দিবেন।

لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا

"বিষণ্ন হয়ো না, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন।" (৯-সূরা তাওবাহ: আয়াত-৪০)

পরিশিষ্ট কিছু আলোচনা ও নসীহত

শয়তানের ধোকায় পড়ে নিজের ঈমান আমল হারিয়ে ফেললে তার আত্মগ্লানী পুরো জীবনেও শেষ হবে না। শয়তানের ধোকায় পড়ার ফলস্বরূপ যে আত্মগ্লানি হয় তার একটি স্বরূপ নিচে তুলে ধরা হলো-

***প্রথমেই আমি ফরজ সালাত ত্যাগ করিনি। কোনো একদিন যোহরের ওয়াক্তে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে খেয়াল এসেছিল—আজ নফল টা বাদ দেই।

প্রথমেই আমি যিকির বন্ধ করিনি। কোনো একদিন আসরের ওয়াক্তের পর মন বললো—আজ যিকিরের সংখ্যাটা কমিয়ে দেই।

প্রথমেই আমি কুরআনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করিনি। কোনো একদিন এশার ওয়াক্তের পর ভেবেছিলাম—আজ সূরা মূলক না পড়ি।

প্রথমেই আমি আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ের অভ্যাস নষ্ট করিনি। তবে আযান কানে আসার পর কে যেন জানালো—অনলাইনের দাওয়াহ দেবার জন্য লেখাটুকু কমপ্লিট করে নেও।

প্রথমেই আমি নন মাহরামের ফিতনায় পড়িনি। কোনো একদিন লেখকের লেখা পড়া, লিস্টে নেওয়া অতঃপর ডে'তে রিপ্লাই করা। মন বললো—প্রয়োজনে কথা বলার ছাড় আছে।

আমি কোনো কিছুই প্রথমে করিনি। কেবল হিদায়েত ঘুড়ির সুতাকে কিছুটা ঢিল দিয়েছিলাম। আর আজ? সেই ঘুড়ি মুখ থুবড়ে মাটিতে পতিত হয়েছে। সেই যে নফল ছেড়ে আসলাম, ছেড়ে আসলাম যিকিরে মগ্ন থাকা, ছেড়ে আসলাম কুরআনকে—আজ তারাই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আমি এখনও শুনতে পাই;

'হাইয়া আলাস সালাহ

হাইয়া আলাল ফালাহ'

তবে সাথে সাথে সালাতে দাঁড়াতে পারিনা, পারিনা নফলের হক্ক আদায় করতে কিংবা ফরজের। পারিনা মন খুলে যিকির করতে কিংবা কুরআনের পাতায় মশগুল হতে। আমি প্রথমেই ছাড়িনি.. চাইনি ছাড়তে! অথচ আজ কতখানি দূরত্ব; আমি আঁকড়ে ধরতে চাই তবু পা পিছলে যাই। আমি আমার অতীতে সুখী ছিলাম না, না আছি বর্তমানে। আমি নিজের ধ্বংস নিজেই করেছি—হেদায়েতের সুমিষ্ট স্বাদ, রহমতের ছায়া থেকে নিজেই নিজেকে সরিয়েছি। আর দাঁড়িয়ে আছি আপন ধ্বংসস্তূপের উপর! নির্বিকার, নির্লিপ্ত বোধহীন...

এমন আত্মগ্লানি যেনো আমাদেরকে করতে না হয় সেজন্য সুন্নাহর পথ আঁকড়ে ধরতে হবে শক্ত হাতে। শয়তানের সকল অলিগলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। এবং সন্তপর্ণে সেই পথে গমন থেকে বিরত থাকতে হবে। আমরা মানুষ! ভুল করি! আবার নিজেকে শোধরাতে হবে। এই পথ পাশ কাটিয়ে চলাটা শিখতে হবে। নিজেকে শিখতে হবে এবং অন্যকেও শেখাতে হবে। নবিওয়ালা তরিকায় শিক্ষা দিতে হবে এবং

সাহাবাওয়ালা তরিকায় শিখতে হবে।অর্থাৎ নবিজি (সা) যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে শিক্ষা দিতে হবে এবং সাহাবাগণ যেভাবে বুঝেছেন আমাদেরকেও সেভাবে বুঝতে হবে। শয়তানের ফাঁদ এ পা দিয়ে একবার ছিটকে গেলে তাওবা ইস্তেগফার করে পুনরায় নিজেকে টেনে তুলতে হবে। শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে কোনো গুনাহ করে ফেললে মোনাজাত কান্নাকাটি করে তাহাজ্জুদ এ রব্ব এর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। রাতের শেষ প্রহরে এমন বার্তা পাঠাতে হবে,অশ্রু হবে যার কালি,কপাল হবে যার কাগজ,কবুলিয়্যাত হবে যার ডাক,রবের আরশ হবে যার গন্তব্য। তারপর অপেক্ষায় থাকো প্রতি উত্তরের।

তথ্যসূত্র

১। শয়তানী প্ররোচনাবলী(تحريش الشيطان) মূল উর্দু বক্তব্যঃশায়খ মাকসুদুল হাসান আল-ফাইযী গ্রন্থায়নঃ জনাব মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস তাহের অনুবাদঃ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

২। তালবীসুল ইবলীস (শয়তানের ধোঁকা) ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (রহঃ)

৩।https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2022/05/12/1145588

৪।https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2019/12/29/856200

৫।https://m.dailyinqilab.com/article/46804/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%86%E0%A6%A4

৬। https://at-tahreek.com/article_details/2385

৭। https://at-tahreek.com/article_details/2472

৮।https://www.onp24.com/islam/news/19244

৯। https://rmgbdnews24.com/news/24227/

১০। কিছু তথ্য কয়েকজন উস্তায উস্তাযাহর ফেসবুক এবং টেলিগ্রাম পোস্ট থেকে সংগৃহীত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111298320/